[illegible]াড়ি মাঝি সখী চয় শোভা অগণন ॥ ৫ ॥ বসন ভিজিয়া অঙ্গে হইল দর্পণ। [illegible]ুগল কিশোর রূপ তাহাতে দর্শন ॥ ৬ ॥ নদ নদী দুই কূলে অতি রম্য বন। [illegible]ার ছায়া গোপী অঙ্গে হয়্যাছে পতন ॥ ৭ ॥ নানা রাগে শাড়ি গান জুড়ায় শ্রু[illegible]ণ। কেহ্ কাচে কেহ্ নাচে তোষয়ে মোহন ॥ ৮ ॥ নিশিতে নিকুঞ্জ মাঝে কেলি [illegible]না ভাঁতি। অকলঙ্ক পূর্ণ শশী সুধা কান্তি জিতি ॥ ৯ ॥ গোপিনী কুমুদ শ্রেণি [illegible] কর রাতি। সহজে সুন্দরী গোপী বেষ্টিত বিভাঁতি ॥ ১০ ॥ সম্ভোগ বৈভব [illegible]। হৈল নানা জাতি। স্নেহ বনে সুখ ধরে প্রেম ফাঁদ পাতি ॥ ১১ ॥ এই রূপে [illegible]স লীলা করে দিবা রাতি। পিও মধু ভক্ত জন সেই রসে মাতি ॥ ১২ ॥ ইতি শ্রাবণ মাসের লীলা সাঙ্গ ॥ গীত ॥ রাগ মল্লার ॥ তাল আড়াতেতালা ॥ মণি বন্দ ছন্দ ॥ চৌদিগে সুখ ধারা বরষিল ॥ প্রেম ধারা গোপী নেত্রে বহিল ॥ আনন্দ ধারা মেঘে স্নিগ্ধ দল ॥ দেব নেত্রবারি ভূমে পড়িল ॥ ১ ॥ ❁ ॥ গীত দোসরা ॥ ছন্দ মালিনি ॥ রাগ মেঘ মল্লার ॥ তাল আড়াতেতালা ॥ সবে মীলি জল কে[illegible] করে কোন কুলি ॥ ফুল মূল বালাকুল মারে বাহু তুলি ॥ জলোপরি ভাসে হ[illegible] করে হেলা দুলি ॥ দেখি শোভা হয় লোভা নেত্র ভৃঙ্গ ভুলি ॥ ১ ॥ ভাদ্র [illegible]াসের লীলা ॥ রাগিণী ভৈরবী ॥ তাল আড়াতেতালা ॥ ভাদ্র মাস জন্ম পূজা মনেতে উদয়। উৎসব করিল গোপী যথাবিধি হয় ॥ ১ ॥ নাচগান বাদ্য আদি যত সুখাচার। ভোজন কৌতুক আর কুল ব্যবহার ॥ ২ ॥ যতনে রাধিকা সহ অপূর্ব করিল। ভাঁড় চাড়ি ভাট নট আপসে বলিল ॥ ৩ ॥ কেহ্ যাচে কেহ্ দিছে শ্রীকৃষ্ণ [illegible]। সখী বিনা অন্য কেহ্ নাহি একুঞ্জেতে ॥ ৪ ॥ ভাদ্র মাসে বহু লীলা [illegible]ণী সহিত। করিলেন যদুরায় গাব সেই গীত ॥ ৫ ॥ রাধাকে মনসা দেবী সখীতে সাজাই। পুরোহিত বনাইল নাগর কানাই ॥ ৬ ॥ বিষয় বিষম ব্যাল ভয় নিবারিতে। মনসা পূজিল গোপী মনের সহিতে ॥ ৭ ॥ কেহ্ করে ঢাক বাদ্য যক্ষধূপ দিয়া। কোনরামা মাথা চালে ধুনা জালাইয়া ॥ ৮ ॥ বেহুলার গুণ কথা গায় সখী মীলি। সতীর প্রসঙ্গ শুনি রাই কুতূহলী ॥ ৯ ॥ নৈবেদ্য তাম্বূল জল করি নিবেদন। আহ্লাদে সকলে মীলি করিল ভোজন ॥ ১০ ॥ ইচ্ছা অরন্ধন পূজা ক

রে মনোমত। প্রাতঃ কালে সমর্পণ করে পান্তাভাত ॥ ১১ ॥ সাক্ষাতে মনসা খা
ন সহ পূরোহিত। প্রসাদ খাইয়া গোপী অতি আনন্দিত ॥ ১২ ॥ লক্ষ্মীবারে লক্ষ্মী
পূজা রচে বিধিমত। নানা ভোগ উপচার বস্ত্র ভূষা শত ॥ ১৩ ॥ শ্যামের পশ্চা
তে থাকি ললিতা ভামিনী। পসারিয়া দুই কর ভুজায় মিলানি ॥ ১৪ ॥ চতুর্ভুজ
মহা রাজ হেরি সব নারী। চতুর্ভুজা সাজাইল কিরীতি কুমারী ॥ ১৫ ॥ লক্ষ্মী
নারায়ণ রূপ রূপ ভূপ জিনি। রূপ গর্ব্ব খর্ব্ব করি চৌদিগে সঙ্গিনী ॥ ১৬ ॥ কদন
জলের মধ্যে বান্ধিয়া সুভেলা। ক্ষীরোদ শয়ন লীলা করে সেই খেলা ॥ ১৭ ॥ ভা
দ্র মাসে দিবা নিশি লীলার গরিমা। জগতে গাইবে জীব যুগল মহিমা ॥ ১৮ ॥ রা
ধাকে বসাই সঙ্গে পূজি গোপী গণ। লক্ষ্মী নারায়ণ গুণ গায় সর্ব্বক্ষণ ॥ ১৯ ॥ গ
ণেশ চতুর্থী দিনে সাজি দুইজনে। ষষ্ঠী সহ পূজা লন পুরাণ প্রমাণে ॥ ২০ ॥ রা
ধাকে বসায় বামে ষষ্ঠী দেবী মত। লাল শাড়ী পরাইয়া করিল ভূষিত ॥ ২১
॥ কৃষ্ণ ভক্ত শিশু যত পালিও তাহারে। এই বর চাহে গোপী ষষ্ঠীর গোচরে ॥
২২ ॥ দামোদরে লম্বোদর সুন্দর সাজায়। চারি হাতে পুথি পদ্ম বরা ভয় সায়
॥ ২৩ ॥ গজমুখ রক্ত ফুলে দিল বনাইয়া। দুগ্ধ ক্ষীরে এক দন্ত তাহে বসাইয়া ॥
২৪ ॥ পদ্ম পত্রে দুই কাণ করিল রচন। কিরীট বাঁধিল শিরে খচিত রতন ॥ ২৫ ॥
মূষক বাহনে বেশ শ্যামা নারী ধরি। পৃষ্ঠের উপরে রাখে গণপতি হরি ॥ ২৬ ॥
যোগাসনে বসিলেন জায়া সঙ্গে করি। ভোজন তাম্বূল আদি দেয় সহচরী ॥ ২৭ ॥
কত গুলি সখী ইহা নাজানি বিশেষ। চমকিত আসি দেখি দুই নব বেশ ॥ ২৮ ॥
প্রণমিয়া জিজ্ঞাসিল কৈলাস কুশল। শুনি বাণী অন্য সখী হাসে খলখল ॥ ২৯ ॥
চতুরের রঙ্গ লীলা জানি আলীগণ। যুগলের কর ধরি নাচিছে তখন ॥ ৩০ ॥ না
চ গান যন্ত্র বাদ্য আনন্দ অপার। মহী পরে সুখ সার কিছু নাহি আর ॥ ৩১ ॥
কলি যুগে সংকীর্ত্তন করিতে উপায়। রাধা কৃষ্ণ ব্রজ লীলা হইল সহায় ॥ ৩২ ॥
ভাদ্র মাস লীলা কিছু সংক্ষেপে কহিল। কৃষ্ণ যাত্রা রচিবারে সূত্র নিবেদিল ॥
৩৩ ॥ ভাদ্রমাস ভদ্র লীলা শুণ ভক্তজন। অধিক রচনাকর করিয়া যতন ॥ ৩৪ ॥
ইতিসাঙ্গ ॥ শ্লোক ॥ ভূজঙ্গ প্রযাত ছন্দ ॥ একুল রক্ষকঃ বল্লবী নায়কঃ সঙ্গেতে

রাধিকা সম্পদ দায়ক ॥ বংশিকা বাদকঃ সুস্বর গায়কঃ মোহন মোহিনী সুন্দর নাচক ॥ টপ্পা ॥ বিদ্যুন্মালা ছন্দ ॥ রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ রঙ্গেভঙ্গে ॥ নাচে গায় যন্ত্র সঙ্গে বিদ্যুন্মালা অঙ্গেঅঙ্গে ॥ ❁ ॥ আশ্বিণ মাসের লীলা ॥ রাগিণী মালশী ॥ তাল মধ্যমান ॥ ইথেতে ঈশানী পূজা মনোরম। প্রকাশিতে মহী তলে কুতূহলেকরে দুইজন। সখীর রচনাতাহে অনুপম কুসুমে রচিল লতায় বাঁধিল সে ধাম ॥ ১॥ তাসের চান্দনি টাঙ্গাইল তায়। রত্নজড়া বেদীখানি অনুমানি ত্রিলোকে দুর্লভ তাহার উপরে সিংহাসন ভায়। শ্রীদুর্গা সাজাই রাধাকে তাহাতে বসায় ॥ ২॥ দক্ষিণেসারদা বামে নারায়ণী। দুইপাশে দুইসুত অবিরত নিযুক্ত সেবায় অসুর সিংহের পৃষ্ঠে পদখানি। সখীতে সাজিল এসব মুরতি আপনি ॥ ৩ ॥ অষ্ট করে অষ্টঅস্ত্র পাশআদি। নবম করেতে ত্রিশুল হানিছে মহিষহৃদয়ে। দশম করেতে নাগপুচ্ছআদি। শ্রীকৃষ্ণ হেরিয়া কহেন একরূপ অনাদি ॥ ৪॥ ইতি গীতছন্দ সাঙ্গ পয়ার। রাগ ছায়ানট। তাল তেওট ॥ মেড চালে তিনলোক লিখিল যুবতি। আচার্য্য বিহনে পূজা নাহয় সঙ্গতি ॥ ১ ॥ অনেক যতনে কৃষ্ণ আচার্য্য হইল। স্বর্ণ পীঠে তন্ত্রপুথি লইয়া বসিল ॥ ২ ॥ বিষথা সঙ্কল্পকরি পূজা আরম্ভিল। চতুঃষষ্টি উপচারে পূজা করাইল ॥ ৩ ॥ বলিদান কিবাদিবে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসিল। সখীকহে নিরানন্দ বলি বিচারিল ॥ ৪ ॥ তিনদিন রাধাদুর্গা পূজি সখীগণ। চণ্ডীর মহিমা বহু গাইল নূতন ॥ ৫ ॥ নবমীর শেষ রাত্রে মীলি বহুনারী। সাক্ষাৎ শঙ্কর রূপ সাজায় মুরারি ॥ ৬ ॥ গীত। রাগ তাল দক্ষিণি। গোপী চন্দনে লেপিল অঙ্গঃ ধবল টিক জিনিয়া তাহার রঙ্গ। শিরে জটা জূট মুকুট নিন্দিয়া শোভিল মাথায়। একরূপ দেখিয়া পরাণ জুড়ায় ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ ধুতুরার ফুলঃ দুইকাণে দিলঃ শঙ্খের মালাপরাইল গলায়। শার্দুলের ছালেঃ জাঙ্গিয়া পরাইলেঃ ফণী বান্ধা কততায় ॥ ১ ॥ লাল ওষ্ঠাধরেঃ বাজে শিঙ্গাবরেঃ কৈলাস ছাড়িয়া আইল হেতায়। করেতে ডমরুঃ চরণে ঘুঙ্গুরুঃ একইতালে বাজায় ॥ ২॥ করেতে কঙ্কণঃ নাগেন্দ্র বেষ্টনঃ সা... আপনা মনেতে ডরায়। প্রকৃতি যেমনঃ পুরুষ তেমনঃ বিধিআনিয়া ঘটায় ॥ ৩ ॥ অঞ্জনেতে লালঃ ... ঢলঢলঃ নন্দী ভৃঙ্গী সখী সঙ্গেতে সহায়। ভুলি

বমবমঃ রাধা প্রাণ মমঃ বলিছে প্রেম শিঙ্গায় ॥ ৪ ॥ বৃষভ বলিয়াঃ পীঠেতে লইয়াঃ সুধীরে নাচিয়া চলিয়া যায় । এই গৌরী গোরঃ রাধা রূপ চোরঃ এতিন দিন কোথায় ॥ ৫ ॥ নিকুঞ্জ কৈলাসেঃ চল এই বেশেঃ অধিক বিলম্ব আরনাহি ভায় । এই তিন দিনঃ বিলাসে মীলনঃ রহুক ধরণী কায় ॥ ৬ ॥ এনব শঙ্করঃ ধরি দশকরঃ বসাই বৃষেতে চলিল ত্বরায় । নিভৃত স্থানেতেঃ আনন্দ রসেতেঃ বিচ্ছেদ খেদ মেটায় ॥৭॥ যেরাধা সুন্দরীঃ যেশিব সেহরিঃ লীলার কারণে মায়াতে ভুলায় । রূপেতে দুজনঃ ধ্যানে একজনঃ কৃপাকরি মুক্তি কুলায় ॥ ৮ ॥ গীত সাঙ্গ ॥ তিন দিন দুর্গা পূজাকরি সহচরী । তারপর রামলীলা রচিল সুন্দরী ॥ ৭ ॥ এখন যেমন লীলাকরে কাশী বাসী । এই সূত্র রাম লীলা সুখ সুধা রাশি ॥ ৮ ॥ সাত কাণ্ড রামায়ণে যতেক লিখিল । সকল গোপিনী মীলি সেমত করিল ॥ ৯ ॥ কেবল সাক্ষাৎ রাম শ্রীকৃষ্ণ আপনি । সীতা তাহে বিদ্যমানা রাধা ঠাকুরাণী ॥ ১০ ॥ দৈত্য কুল গোপী কুল দেব নর নারী । লীলা মত সাজিলেক গোপের কুমারী ॥ ১১ ॥ ভক্ত জন এই লীলা করিতে রচন । সাত কাণ্ড রামায়ণ লইব প্রমাণ ॥ ১২ ॥ অতএব বিস্তারিয়া নাকরি বর্ণন । কৃত্তিবাস শ্রীতুলসী ভাষা বর্ত্তমান ॥ ১৩ ॥ কৃষ্ণ প্রীতে কত প্রেম করে গোপী গণে । অদ্যাবধি দেবা সুর শেষ নাহি জানে ॥ ১৪ ॥ জ্ঞান অন্ধ ধর্ম্ম হীন জীবন অস্থির । গাইতে কর্ত্তার গুণ অশক্ত শরীর ॥ ১৫ ॥ কৃষ্ণ অবতারে যত লীলা কুতূহলে । কেবল আনন্দ দিতে এমহী মণ্ডলে ॥ ১৬ ॥ গোপী দিগের স্তুতি ॥ রাগ তাল যথা রুচি ॥ যত রূপ ধর নাথ সংখ্যা নাহি জানি । বিশেষ দুর্ল্লভ কৃপা তুষিতে কামিনী ॥ ১ ॥ হর রূপে ফণী তব অঙ্গের ভূষণ । খল প্রতি এত দয়া স্মরণ কারণ ॥ ২ ॥ বৃক্ষ পশু হিংসা করি পর তারচর্ম্ম । এদয়ার গুপ্তগুণ কেবা জানেমর্ম্ম ॥ ৩ ॥ সত্যভাব জীবেদিতে রাম তনু ধারী । বরাহ কচ্ছপ মীন বিপদ উদ্ধারী ॥ ৪ ॥ বুদ্ধ কল্কি বলরাম পরশু বামন । নৃসিংহ বিকট রূপে ভক্তের পালন ॥ ৫ ॥ কভু ব্রহ্মা ত্রিপুরারি শ্রীমধুসূদন । ভানু শশী তারা আদি নখের কিরণ ॥ ৬ ॥ অনন্ত যাবন্ত রূপ ভুবনে ধরিলে । দাসী বলি গোপী গণে সব দেখাইলে ॥ ৭ ॥ কেবা তুমি কেবা রাধা নাহি [illegible] শেষ ।

ধরিতে পারহ দোঁহে দেব দেবী বেশ ॥ ৮ ॥ ব্রহ্ম তত্ব জ্ঞান কিছু মোরা নাহি জাহি। দাস্য কর্ম্মে যুক্ত রাখ যাতে দুঃখ নাহি ॥ ৯ ॥ যেকালে যেলীলা প্রভু কর হ যেখানে। সদাই সঙ্গেতে থাকি সেবিব সেখানে ॥ ১০ ॥ দাসী প্রতি এইবর দেও গুণ মণি। সেবায় নাহয় ত্রুটি দিবস রজনী ॥ ১১ ॥ প্রদক্ষিণ নমস্কার করে বার বার। চরণ চুম্বিয়া গোপী যায় বলিহার ॥ ১২ ॥ ইতি স্তুতি সাঙ্গ ॥ কার্ত্তিক মাসের লীলা আরম্ভ ॥ প্রতিবিছন্দ ॥ রাগিণী ঝুমুর ॥ তাল চলতা ॥ এই মাসে পূর্ব্ব রাসে রত লীলা হইয়াছিল। তাহা ভিন্ন অতি ধন্য নব লীলা গুপ্ত কুঞ্জে প্রকাশিল ॥ ১॥ বেদে কয় ব্রতী হয় কৃষ্ণ কহেন গোপিনীরে। কার্ত্তিকের দুই পক্ষ শুদ্ধাচারী হও প্রতি ঘরে ঘরে ॥২॥ স্বামীসহ অহরহ বিচ্ছেদে থাকিতে বিধান ॥ নিরামিষ দ্রব্য শেষ আহারের বিধি ভূমেতে শয়ন ॥ ৩ ॥ দীপদান দান ধ্যান ধর্ম্মার্থে করিবে সদাই। শুণি রামাসহ শ্যামা হাসি হাসি কয় শুণহে কানাই ॥ ৪ ॥ পয়ার ॥ এসকল ব্রত ধর্ম্ম তোমারে পাইতে। পাইয়া উচিত ধর্ম্ম তোমাকে সেবিতে ॥ ১ ॥ কেন মিছা ছল কর অন্তর বুঝিতে। সব ধর্ম্ম ছাড়িয়াছি তোমার পিরীতে ॥ ২ ॥ মাধব হইয়া তুমি থাক সিংহাসনে। মাধবী হইয়া রাধা রবে তব সনে ॥ ৩ ॥ সহস্র প্রকারে মোরা করিব পূজন। দেব দ্বিজ হই নাথ করিও গ্রহণ ॥ ৪ ॥ আপন প্রিয়সীসঙ্গে সদা আলিঙ্গন। সর্ব্বোপরি কাম শাস্ত্র তাহাতে লিখন ॥ ৫ ॥ বেদ বিধি যত ধর্ম্ম করে জীব গণ। সেই জীব উৎপত্তি নারী গর্ব্ভে হন ॥ ৬ ॥ নারী দেহ সদা শুদ্ধ নিগমেতে কয়। সতী সঙ্গ কুলাচার কৈবল্য আশ্রয় ॥ ৭ ॥ অসতী বিধবা পাপ করিতে মোচন। কার্ত্তিকে করিবেব্রত পূরাণ বচন ॥ ৮ ॥ সতী অনাদরে দক্ষ পাইল দুর্গতি। সীতা হরি দশ কন্ধ নাশিল বিভূতি ॥ ৯ ॥ সহস্র লোচন ইন্দ্র হয় ভগাকার। শশধর কলঙ্কিত ঘোষয়ে সংসার ॥ ১০ ॥ সতী অপমান করি কোথা কেবা সুখী। অসহ্য বচনে কৃষ্ণ কেন কর দুঃখী ॥ ১১ ॥ মনে মনে গোপী নাথ করিল বিচার। বুঝিব অবলা প্রেম মনে করি ভার ॥ ১২ ॥ সেই সহচরী সঙ্গে হরি করে কেলি। দেখি রাধা সেই ক্ষণে মনেতে ব্যাকুলি ॥ ১৩ ॥ অপরস শব্দ রীতে করিয়া মন্ত্রণা। মানেতে রহিতে যুক্তি কৈল বিবেচনা ॥

১৪ ॥ লবঙ্গ লতার ঘরে বিশ্রাম করিল । এই কথা শুনি রাই তথায় চলিল ॥ ১৫ ॥ তীক্ষ্ণ কাম বাণ ভুরু কামানে কষিয়া । ইঙ্গিতে ঈষৎ ইষু মারিল হাসিয়া ॥ ১৬ ॥ মৌন ব্রত তত্ত্ব ধ্যানে নাহেরিল হরি । পুন র্বাণ নেত্র তূনে রাখিল সুন্দরী ॥ ১৭ ॥ তখন বুঝিল রাধা লইতে বদলা । মান ছলে সাধাইবা তরলা অবলা ॥ ১৮ ॥ কর ধরি প্রিয় বরে উঠাইতে চায় । বিশ্বম্ভর হন ভারি কিসাধ্য উঠায় ॥ ১৯ ॥ রাধাকহে এইনাথ গোবর্দ্ধন ধরে । হৃদয়েতে রাখিলাম অনায়াসে তারে ॥ ২০ ॥ উঠান থাকুক দূরে নাহি হেলে অঙ্গ । মানের এতেক ভার একি দেখি রঙ্গ ॥ ২১ ॥ কৃষ্ণ নেত্রমুদি মৌন অচল হইল । ক্ষণে ভোগী ক্ষণে যোগী কেবা শিখাইল ॥ ২২ ॥ দ্বিতীয় দুর্জ্জয় মান লয় প্রাণ মন । সেই রোষে মানে বসি শ্রীনাথ এখন ॥ ২৩ ॥ কোটী কোটী রতি কাম রাধার বদনে । চুম্বিত নাগর অঙ্গে চুম্বক রসনে ॥ ২৪ ॥ কামদেবে রাখে মারে ইঙ্গিতে যেজন । কাম রসে ভুলাইতে চায় গোপী গণ ॥ ২৫ ॥ সাক্ষাৎ সাধনে যদি নাঘুচিল মান । উপায় রচিতে রাধা স্বকুঞ্জে পয়ান ॥ ২৬ ॥ প্রথম প্রতিজ্ঞা ধনী মনেতে করিল । অদ্যনা ঘুচিলে মান প্র[illegible]ব শিব [illegible] ॥ ২৭ ॥ দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা নাশ করিব জগৎ । আর অন্য নারী কোথা পাবেন সতত ॥ ২৮ ॥ ললিতা কহিছে রাই এতকেন বল । হৃদি বিলাশিনী রূপ ধরহ চঞ্চল ॥ ২৯ ॥ নিরাকার সাকার ব্রহ্ম হেলায় করিলে । ততোধিক মান ভঙ্গ কিশে বিচারিলে ॥ ৩০ ॥ মনোময়ী মনো লইতে মনে প্রবেশিল । রাধারাধা বলি কৃষ্ণ নাচিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥ শ্রীরাধা ধরিয়া গলা কৌতুক গাইল । ঘেরি ফিরি সব সখী যন্ত্র বাজাইল ॥ ৩২ ॥ ❀ ॥ কার্ত্তিক মাসে দীপান্বিতা অমাবস্যা শ্যামা পূজা লীলারম্ভ । রাগিণী বিহাগ । তাল তেতালা । কার্ত্তিকের কুহূনিশি বিপরীতরতি । শিব সঙ্গে মহা রঙ্গে কর্যাছিল সতী ॥ ১ ॥ এরস কৌতুক জন্য বিপরীতা সখী । সরসে কৃষ্ণকে কহে বিরলেতে ডাকি ॥ ২ ॥ শুনিয়া সন্তোষ অতি লম্পট ঈশ্বর । অদ্য রাধা কালী হবে আমি হব হর ॥ ৩ ॥ যে সাধনে হর গৌরী পাইল আমায় । বুঝিব কেমন রতি বিপরীতে ভায় ॥ ৪ ॥ মহা কাম পালঙ্কেতে [illegible] লঙ্গে শয়ন । কবরী গলিত শিরে জিনি নবঘন ॥ ৫ ॥ সার [illegible]নেতে অঙ্গ [illegible]রিল

গোপন। রজত শেখরজিনি তনুর শোভন ॥৬॥ বিপরীত রতিজন্য কামাঙ্গ বাড়ায়
ঘনেতে কাদম্বরী গোপিনী যোগায় ॥ ৭ ॥ ভুরু ভঙ্গে উর্দ্ধ দৃষ্টি প্রিয়সী বদনে।
দুই করে শ্যামা পদ হৃদয় মর্দ্দনে ॥ ৮ ॥ হৈয়া দিগম্বরী রাধা হয় স্বর্ক্ত কালী।
দুই করে বরা ভয় রতি কাম কেলি ॥ ৯ ॥ বিরহ অসুরে মারি করে রাখি শির।
চতুর্থ করেতে অসি নাশে বীর্য্যবীর ॥ ১০ ॥ শ্রীকৃষ্ণ হৃদয় পায়ে রাখি দুই পদ।
বিপরীত রতি রসে সাধে মন সাধ ॥ ১১ ॥ চৌষট্টি কলার মাথা গাথিয়া গলায়
বিপরীত রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখায় ॥ ১২ ॥ অলস স্খলিত আদি যত রতি বৈরী
কাটিয়া তাহার হাত কমরেতে পরি ॥ ১৩ ॥ লজ্জারে চর্ব্বণ করি রসনা প্রকাশ।
বিপরীতে অতি সুখী অট্ট অট্ট হাস ॥ ১৪ ॥ উঠল বৈসল কভু স্তনেতে মীলন।
রাত্র সম সুখ নাহি নাহইলে স্খলন ॥ ১৫ ॥ লোল রসনায় চুম্ব নূতন সৃজন।
এহেন রমণ সুখ স্থির বহু দিন ॥ ১৬ ॥ খুলিয়া চাঁচর কেশ পড়িতেছে অঙ্গে।
কাম বৃদ্ধি করে কেশ তনুর তরঙ্গে ॥ ১৭ ॥ দুই কাণে দুই বাণ ভুরুর কামান।
আসনেতে রতি কাম সদা বর্দ্ধমান ॥ ১৮ ॥ দাস দাসী নিজ ভক্তে দিতে সুখ রাশি
রচিল অক্ষয় রতি দোঁহে দিবা নিশি ॥ ১৯ ॥ পুতি সঙ্গে রমণেতে কিছু বাধা
নাই। অতএব বিপরীত কহি সুখ পাই ॥ ২০ ॥ মহা রতি দেখি গোপী কামেতে
আতুর। ভৈরব হইয়া কৃষ্ণ আশা করে পূর ॥ ২১ ॥ এই সুখ বৃন্দাবনে করিছে
গোপনে। বিপরীত রতি রূপ নাহি হেরে জনে ॥ ২২ ॥ সংক্ষেপে রচিল নিত্য রম
ণের কথা। আদ্য বর্ণি শ্যামা পূজা জগতে বিখ্যাতা ॥ ২৩ ॥ অষ্ট রস মধ্যে রস
বিভৎস প্রধান। প্রকাশ করিল কৃষ্ণ রতি কামথানা ॥ ২৪ ॥ গীত। রাগিণী ঝি
ঝিট। তাল একতালা ॥ হর বনমালীঃ রাধা হন কালীঃ অতি রতি কেলি করিতে
॥ ধুয়া ॥ নাসায় উড়িছে চিকুর ভারঃ কমরে দুলিছে নিকর হারঃ সঘনে বলিছে
মারেরে মারঃ ত্রিতয় লোচনে হেরিতে হেরিতে। রেতের কণায়ঃ ব্রহ্মাণ্ড রচায়ঃ
কে তাহা পারে গণিতে ॥ সুরা সুর নরঃ নব রূপধরঃ রমিত নারীর সহিত ॥ ১ ॥
এই ঈশ্বরী লীলা বহু তরঃ ভিন্ন ভাব নাহি ইহাতে। চিত্রা দাসী বলেঃ ভজহ
যুগেঃ সমতা দক্ষিণ বামেতে ॥ ২ ॥ ইতি সাঙ্গ। কহেন কার্ত্তিক মাস কর যোড়

করি। মহা মহা রাস কর এমাসে শ্রীহরি ॥৩॥ মানের গীত। রাগিণী খামাজ ॥ তাল মধ্যমান ॥ কবিরছাপ ॥ রাধা হইলক্ষীণা শ্যাম প্রতি পলে পলে ॥ ধুয়া ॥ ❀ ॥ চন্দনের গন্ধ আর শশীর কিরণ। মলয় পবন তাহে গরল মীলন। তোমা বিনা দিছে তাপ এই সকলে ॥ ১ ॥ অনঙ্গ ভুজঙ্গ ভয়ে মূর্চ্ছিতা সঘনে। হরি নাম শুণাইলে চেতন জীবনে। জীবনে জীবন দিল নাম সুধা বলে ॥ ২ ॥ চেতনা পাইয়া ধনী নাদেখি তোমায়। লোমাঞ্চ হইল তনু অনিমিকে চায়। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি পুন পড়ে মহী তলে ॥ ৩ ॥ নিরন্তর পুষ্প বাণে জর জর অঙ্গ। পদ্ম জালে যেন অতি বায়ু করে ভঙ্গ। দ্বিগুণ বাড়িল জ্বালা কর্পূরের জলে ॥ ৪ ॥ দর্পণে তোমার রূপ লিখিয়া দেখাই। বাঁচাইয়া আসিয়াছি চলহে কানাই। আর মান ভাল নহে রূপ গুণ ছলে ॥ ৫ ॥ রাই মুখ শশী সুধা বিরহে হরিয়া। কলা কলা দিনে দিনে দিলে বাড়াইয়া। গগণে চান্দের বৃদ্ধি দেখ মুখ তুলে ॥ ৬ ॥ নিতিনিতি শ্যাম কলা গিলে রাধাশশী। অমা কলা পূর্ণ হইলে মরিবে রূপসী। দেখি মুখ পূর্ণ কলা বাঁচিবে বিমলে ॥ ৭ ॥ রাধিকার দশ দশা শুণি বংশীধারী। প্রেমে গদ গদ হয়্যা চলিল মুরারি। মীলন হইল দেখ দূতীর কৌশলে ॥ ৮ ॥ ইতি মান ভঙ্গের অষ্টপদি গীতসাঙ্গঃ ॥ ❀ ॥ মীলনের গীত আরম্ভ। রাগ ইমন। তালমধ্যমান ॥ উভয় মীলনে মহারাসের সৃজন। ধুয়া ॥ সবসখী সমাগমে করে আয়োজন। পর ধুয়া ॥ ❀ ॥ করিল রাসের স্থান চন্দনে লেপন। তদুপরি মঞ্চ কৈল অতি সুশোভন ॥ ১ ॥ হীরা মোতি প্রবালেতে তাহার গঠন। মরকত কতশত তড়িত জড়ন ॥ ২ ॥ যুগল স্বরূপ রূপ বিরাজে সঘন। বসিলেন তদুপরি সহ সখী গণ ॥ ৩ ॥ নিরন্তর সখী মীলি করিছে ব্যজন। সুগন্ধি আসিছে যেন মলয় পবন ॥ ৪ ॥ নানা বিধ কুসুমেতে মালার গাথন। সুবেশ সকল সখী সাজিল সঘন ॥ ৫ ॥ যন্ত্রি যন্ত্র নানা বিধ করিছে বাজন। সুস্বরে গাইছে গান করিয়া নাচন ॥ ৬ ॥ তালে মানে অঙ্গসঙ্গ মোহিনী মোহন। হৃদে হৃদি করে কর লোচনে লোচন ॥ ৭ ॥ রবি শশী গ্রহ তারা সমূহ কিরণ। নীলাকাশ কোলে যেন গোপিনী তেমন ॥ ৮ ॥ ❀ ॥ কার্ত্তিক পূজা লীলা আরম্ভ। রাগিণী মালওয়া। তাল আড়া‌ তেতালা।

কার্ত্তিকের শেষেঃ সংক্রান্তি দিবসেঃ কার্ত্তিক পূজিল গোপী । ময়ূর বাহনেঃ করি আবাহনেঃ সাজাইল প্রাণ সঁপি ॥ ১ ॥ নিশি গোরোচনাঃ শ্রীঅঙ্গে রচনাঃ হইল সোণার কান্তি । শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়াঃ কৌতুক ভাষিয়াঃ করে গোপী মন শান্তি ॥ ২ ॥ প্রাণ মনো হরঃ বান্ধহ সত্বরঃ কার্ত্তিক হইব তবে । আন কাম বাণঃ রতির কামানঃ দুই করে মোর রবে ॥ ৩ ॥ অনু মতি মতেঃ সাজায় অঙ্গেতেঃ পাপোশ দিলেক পায় । বসন ভূষণঃ অতি মনোরমঃ পরাইল প্রভু গায় ॥ ৪ ॥ ঢাল তলোয়ারেঃ কাটার কমরেঃ সাজাইল গোপী মীলি । দেব পূজা যতঃ বেদের সম্মতঃ কৃষ্ণেতে সকল কেলি ॥ ৫ ॥ সাক্ষাৎ কার্ত্তিকঃ হইল মালিকঃ চৌষট্টি অঙ্গেতে পূজা । সন্তান কারণেঃ কার্ত্তিক পূজনেঃ গোপিনী করিছে মজা ॥ ৬ ॥ পুরোহিত কর্ম্মঃ রাধা জানে মর্ম্মঃ বসিল আসন পাতি । হেরি চাঁদ মুখঃ পূজি মহা সুখঃ যৌবন দীপে আরতি ॥ ৭ ॥ সব রূপ ধরিঃ করে মনো হারীঃ হইয়া গোপীর বশ । অমর কিন্নরঃ আর যোগী বরঃ কিছু নাহি জানে শেষ ॥ ৮ ॥ কৃষ্ণ পূজ জীবঃ এই ব্রহ্ম শিবঃ দ্বিতীয় নাহিক ভবে । দাস অনুদাসঃ করে এই আশঃ চরণ সরোজে রবে ॥ ৯ ॥ ❁ ॥ গীত টপ্পা ॥ রাগিণী জঙ্গলা । তাল মধ্যমান ॥ কালিয়া হইল গৌরঃ নাচত চড়ি মৌরঃ কন্দর্প দলিত রূপ গোপিনী হেরিয়া আতুর ॥ ১ ॥ কার্ত্তিক মাসের লীলা সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ অগ্রহায়ণ মাসের লীলা আরম্ভ ॥ পয়ার ছন্দ ॥ সওয়ারি লীলা ॥ রাগিণী প্রভাতি ॥ তাল তেতালা ॥ কার্ত্তিক মাসের লীলা দেখিয়া বিহিত । আসি মার্গ শীর্ষ মাস হয় উপনিত ॥ ১ ॥ গদ গদ ভাবে ভাবে করুণা নিধান । মাস মধ্যে মার্গ শীর্ষ মানিলে প্রধান ॥ ২ ॥ অতএব এই মাসে কর সুখ সার । রাধা কৃষ্ণ দুই রূপ করিহে নেহার ॥ ৩ ॥ জনম সফল কর সদয় হইয়া । সুখের সাগরে থাক সুসার পাইয়া ॥ ৪ ॥ রচিতে নূতন লীলা ভাবে সখী গণ । স্থির হৈল পশু যানে বেড়াইতে বন ॥ ৫ ॥ অপ্সরী কিন্নরী আর যুবা গন্ধর্ব্বিণী । নন্দন বনেতে যেন উপেন্দ্র সঙ্গিনী ॥ ৬ ॥ ঐরাবতে রাধা কৃষ্ণ দেখ অদভুত । দুজনে আম্বারি পরে ললিতা মাহুত ॥ ৭ ॥ পৃষ্ঠ ভাগে চন্দ্রা সখী চামর ঢুলায় । শিখীপিচ্ছ গুচ্ছ মৃদু বিষখা হেলায় ॥ ৮ ॥ করি কর গণ্ড দে

শে তিলক শোভিত। থরে থরে স্যমন্তক রতনে খচিত ॥ ৯ ॥ চরণ ভূষণ চারু মহী আলকরে। জরদোজি মোতিজড়া ঝুল পৃষ্ঠোপরে ॥ ১০ ॥ ঝুলের ঝালরে শোভে মণি মনোরম। চলিতে বাজয়ে ঘণ্টা অতি অনুপম ॥ ১১ ॥ প্রবল পতাকা উড়ে পবন প্রতাপে। পতঙ্গ বিমান সহ আকাশেতে ব্যাপে ॥ ১২ ॥ পতাকা উপরে রাধা কৃষ্ণ নাম লেখা। সাম বেদযুক্ত যেন গরুড়ের পাখা ॥ ১৩ ॥ আম্বারি কলসে বান্ধা বিচিত্র নিশান। চিক পর্দা বিছানা হেমেতে সুরচন ॥ ১৪ ॥ মেঘ রব জিনি করী করিছে গর্জ্জন। করে করি দেয় জল অম্বুদ গঞ্জন ॥ ১৫ ॥ ঐরাবত পুণ্ডরীক আর যেবামন। কুমুদক পুষ্প দন্ত সুপ্রতী কাঞ্জন ॥ ১৬ ॥ সার্ব্ব ভৌম নাম সহ এই অষ্ট করী। অষ্ট করী আরোহণ করি অষ্ট নারী ॥ ১৭ ॥ মরাল বাহনে যায় মনোরমা সখী। মৃগ নেত্রা মৃগপরে মোহ হয় দেখি ॥ ১৮ ॥ শ্যামা সখী শিবা পরে সুখেতে চলিল। ধূমাবতী নামে সখী মকরে উঠিল ॥ ১৯ ॥ উচ্চৈশ্রবা নামে হয় আনিল তথায়। উত্তম ভূষণ দিয়া তাহারে সাজায় ॥ ২০ ॥ চরণে নূপুর দিল অতি মনোহর। বাজনেতে তিরস্কৃত হইল ভ্রমর ॥ ২১ ॥ লাগাম মুখেতে আর পৃষ্ঠে জিন দিল। বাগডোর দিয়া তাহে কষিয়া বান্ধিল ॥ ২২ ॥ জিনেতে জড়িত হীরা মোতি বহু তর। ঝল মল ঝালরেতে ঝোলে নিরন্তর ॥ ২৩ ॥ কিশোভা দিতেছে দেখ পুচ্ছের কুন্তলে। হিমালয় হইতে গঙ্গা পড়ে মহী তলে ॥ ২৪ ॥ হেম বর্ণ হেনহয় হেরি হৈমবতী। হয়িষেতে আরোহণ হইল যুবতি ॥ ২৫ ॥ তুরগ টাঙ্গন আদি এরাকী কনকাই। কত সখী কত যানে সংখ্যা নাহি পাই ॥ ২৬ ॥ দোলা গুলা দুই দিগে দিছে বহু শোভা। কার চোবী জরদোজি চন্দ্র সূর্য্য প্রভা ॥ ২৭ ॥ নানা যানে নানা সখী করে আরোহণ। ঐরাবতে অসুরারি উভয়ে মীলন ॥ ২৮ ॥ ত্রিকুটা ত্রিপুরা বালা বগলা সুন্দরী। ছিন্ন মস্তা মহাকালী শ্রীভুবনে শ্বরী ॥ ২৯ ॥ দুর্গা তারা নামে সখী বিহিত বাহনে। লিখিতে ইহার নাম পারে কোনজনে ॥ ৩০ ॥ এই রূপে কুঞ্জ বনে করিয়া ভ্রমণ। লীলার প্রকাশ জন্য স্থান নিরূপণ ॥ ৩১ ॥

❁ ॥ গীত। রাগিণী অহং। তাল মধ্য মান। যেদেখে হেন রূপ পাসরে কি তার। ধুয়া ॥ ❁ ॥ ধর্ম্ম অর্থকাম মোক্ষ করেতে তাহার ॥ পরধুয়া ॥ ❁ ॥ পশু যানে

আরোহণ করিতে উদ্ধার। বৃন্দাবনে নব লীলা করেণ প্রচার ॥ ১॥ তদবধি ভ ক্তজনে যানে আসোয়ার। যেখানে প্রভুর লীলা যায় বার বার ॥ ২ ॥ সওয়ারির লীলা সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ বিবস্ত্র লীলা আরম্ভ ॥ রাগিণী সিন্ধু ॥ তাল একতালা ॥ ল ঘুত্রিপদি ॥ করি প্রনিধানঃ লীলারস স্থানঃ করিলেন কুঞ্জ বনে। অতি মনোরমঃ সুখ অনুপমঃ রচে সব সখী গণে ॥ ১ ॥ তাহে লীলা রসঃ করিয়া প্রকাশঃ প্রধা না প্রেমসনা গোপী। লৈয়া নব নারীঃ চলিল শ্রীহরিঃ যথা আছে বৃক্ষ নীপী ॥ ২ ॥ কদম্বের মূলেঃ লীলা কুতূহলেঃ নাগর নাগরী করে। মায়াতে কানাইঃ গোপিনী ভুলাইঃ সকলের বাস হরে ॥ ৩ ॥ সবে আশা বাসাঃ হইল কিদশাঃ ভাবহে স বে অন্তরে। অরণ্য নিকুঞ্জঃ নব নারী পুঞ্জঃ ইঙ্গিতে হয় সত্বরে ॥ ৪ ॥ হরি বিশ্বম্ভ রঃ হরিয়া অম্বরঃ কদম্বের ডালে বসি। মৃদু মৃদু হাসিঃ বাজাইছে বাঁশীঃ পড়িতে ছে সুধা রাশি ॥ ৫ ॥ শুণি বংশী ধ্বনিঃ যতেক মোহিনীঃ মোহ জ্বালা বৃত হ য়। পাইয়া চেতনঃ করে নিবেদনঃ রক্ষ রক্ষ দয়াময় ॥ ৬ ॥ তুমি বিনা আরঃ এই গোপিকারঃ কেহ নাহি ত্রিভুবনে। তোমার চরণঃ যেকরে স্মরণঃ তারে রক্ষ নিজ গুণে ॥ ৭ ॥ শুনিয়া ক্রন্দনঃ নন্দের নন্দনঃ অভয় দিলেন তায়। ইঙ্গিতে বসনঃ আনিল তখনঃ পরিলেন গোপিকায় ॥ ৮ ॥ গোপীর উক্তি গীত। রাগ তাল রেক্তা ॥ আপনি বসন পরে করে বিবসনা ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ অবলারে দিয়া লাজ সা ধে বাসনা ॥ পরধুয়া ॥ ❁॥ হরির কাযে মরি লাজে কাটে রসনা। বিশ্বপতি মজা য় সতী করে মন্ত্রণা ॥ ১ ॥ নামের জোরে প্রেমের ডোরে মজে গোপাঙ্গনা। আগে দিলে আশা শেষে এই দশা করিলে বিড়ম্বনা ॥ ২ ॥ বিবস্ত্র লীলা সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ পৌষ মাসের লীলা আরম্ভঃ ॥ রাগিণী জয় জয়ন্তী ॥ তাল আড়াতেতালা ॥ গত পাচ মাস লীলা হইল কৌতুক। পৌষ মাস ভাবে মনে কিদিব যৌতুক ॥ ১ ॥ গলবাস যোড় করে পউব কহিল। এমাসে শীতের ত্রাস বাড়িতে লাগিল ॥ ২ ॥ বসন ভূষণ কৃষ্ণ কর পরীধান। যাহাতে ত্বরায় পাবে শীতে পরিত্রাণ ॥ ৩ ॥ ধনু রাশী শুণি সখী কৃষ্ণকে সাজায়। যেমত বিধাতা সৃষ্টি প্রথমে বনায় ॥ ৪ ॥ শালের পাতাবা পায় বিচিত্র পরায়। পশমি ইজার আনি কমরে শোভায় ॥ ৫

॥ রতনের বেল বুটা নূতন তাহাতে। ইজারের বন্ধে ঝুলে মণি মোতি তাতে ॥
৬ ॥ অমূল্য বুটার শালে অঙ্গ চপকন। তার মধ্যে রুইদার আঙ্গার শোভন ॥
৭ ॥ মস্তকে টুপির জ্যোতি সমরু বেষ্টিত। শিখী পিচ্ছ চন্দ্রিকায় তাহাতে জ
ড়িত ॥ ৮ ॥ কস্তূরীর দানা গাথি মালা মনোহরে। থরে থরে পরাইল শ্যাম র
সবরে ॥ ৯ ॥ শীত ভঙ্গ অঙ্গ ভূষা ভূষাইল অঙ্গে। দুই কাণে দুই লাল দুলিতে
ছে রঙ্গে ॥ ১০ ॥ শালের পটুকা দিয়া কমর কষিল। রুমল দোশালা সখী সঙ্গে
পরাইল ॥ ১১ ॥ পশমির দস্তানায় শ্রীকর শোভিল। বসন উত্তাপে শীত হিমেতে
রহিল ॥ ১২ ॥ রূপের পতিকে পতি জানিয়া নিশ্চয়। শ্রীমতী সহিত গোপী হইল
নির্ভয় ॥১৩॥ শীতের বারণ বেশ করিয়া সকলে। কৃষ্ণ সঙ্গে লীলা করে শুণ কুতূ
হলে ॥১৪॥ দেবসভা লীলা ॥ ত্রিপদি ॥ রাগ দীপক ॥ তাল আড়াতেতালা ॥ দেব
সভা রচিবারেঃ সব সখী বাঞ্ছা করেঃ অনুমতি লয় কৃষ্ণ স্থানে। অমর পুরীর
মতঃ কুঞ্জ রচে মনো মতঃ স্বর্গ তরু আনি এই খানে ॥ ১ ॥ স্বর্গ শুক বসি ডালেঃ
কলয়তি অবিকলেঃ অন্য যন্ত্র নাহি প্রুয়োজন। স্পার্শমণি সিংহাসনঃ চিন্তা মণি
অভরণঃ ছত্র তাহে অভয় রতন ॥ ২ ॥ অক্ষয় আসন তায়ঃ অষ্ট নিধি তাকিয়া
য়ঃ সিংহাসন করিল স্থাপন। ইন্দ্র তাহে নীল মণিঃ বামেশচী রাধা রাণীঃ কাম
রাজ্য করিছে শাসন ॥ ৩॥ বৃন্দা হইল সুর গুরুঃ দেব ঋষি বেশ চারুঃ দিক্‌পাল
আদি দেবগণ। উর্ব্বশী মেনকা রামাঃ রম্ভা আদি তিলোত্তমাঃ সখী গণে সাজিল
তেমন ॥৪॥ অপ্সরী কিন্নরী নারীঃ গন্ধর্ব্বিণী বেশ ধারীঃ শত শত হইল গোপিনী।
নারদ তুম্বুরু মতঃ বীণা আদি করে ধৃতঃ গান করে রসিকা রমণী ॥৫॥ কেহ বৈসে
চারি পাশেঃ কেহ রঙ্গ কথা ভাষেঃ কেহ নাচে কেহ করে গান। দেব তুল্য রচি
সভাঃ কিকব তাহার প্রুভাঃ রাজা রাণী দোঁহে দীপ্তবান ॥ ৬ ॥ ইচ্ছা মত সুধা
পানঃ সুধা প্রেম করে দানঃ দান ধনে গোপীর সন্তোষ। সভা লীলা করি সাঙ্গঃ
উঠিল প্রেমের রঙ্গঃ তাহে সবে হয় পরিতোষ ॥ ৭ ॥ হেরি কৃষ্ণ মুখ মনঃ পায়্যা
বহু সুখ করঃ কহিতেছে প্রাণ নাথ আগে। নবঘন শ্যাম রূপঃ হৃদয় কমলে ভূপঃ
হয়্যা মম মনে যেন জাগে ॥ ৮ ॥ গীত ॥ রাগিণী আড়ানা। তাল তেওট ॥ পৌষে

নিগূঢ় সুখ গোপীর আনন্দ॥ ধুয়া॥ ❀॥ চকোরিণী পানে যেন আকাশের চন্দ॥ পরধুয়া॥ ❀॥ লীলা রসে সব গোপীঃ প্রাণমন তাহে সঁপীঃ নিজ হৃদে রোপে সুখ কন্দ॥১॥ প্রেম দিয়া প্রেম লৈয়াঃ প্রেমের সাগরে রৈয়াঃ গোপীগণ যেন অরবিন্দ॥২॥ প্রেম বীজে ভোগ তরুঃ সম্ভোগ সুফল চারুঃ রস তাহে কৃষ্ণ মকরন্দ॥৩॥ পিরীতি কুসুম হরিঃ গোপিনী তাহে ভ্রমরীঃ সুধা পানে রতি গতি মন্দ॥ ইতি পৌষমাসের লীলা সাঙ্গ॥❀॥ মাঘমাসের লীলা আরম্ভ॥ রাগিণী অহং। তাল পশতো টোটকাছন্দ॥ মকরে প্রখরা অতি কাম রামাঃ হৃদয়ে বিরাজে হয়্যা শীঘ্রগামা। বিনোদে বিনয়ে কহে গোপ ভামাঃ আইল বসন্ত করী মত্ত নামা॥১॥ অহে শ্যাম কান্ত করহ শান্তঃ সহেনা সহেনা বসন্ত দুরন্ত। এদায়ে রাখিতে হবে হে নিতান্তঃ নাহি ভয় নাহি ভয় কহে রূপবন্ত॥২॥ প্রবেশে নিকুঞ্জে লৈয়া গোপ নারীঃ মলয়া সমীর তাহে সহকারী। ডাকিছে কোকিলা শিখী শুক শারীঃ কুহরে ভ্রমরী করে মনো হারী॥৩॥ বকুল মুকুল ফুটিল সুজাতিঃ বিমল কমল প্রবল বিভাঁতি। গোলাব বিকাশ বিশেষে জহাতিঃ জলেতে স্থলেতে রহে গন্ধমাতি॥৪॥ চেমনেতে কালা যেন ভানু মালাঃ তাহে ব্রজ বালা করে লীলা খেলা। সেই নন্দলালা জ্যোতির ত্রকালা। নাশিলা তরলা বসন্তের জ্বালা॥৫॥ এমন বসন্ত সামন্ত সহিতঃ নিগূঢ় প্রেমেতে হইল বাধিত। ইঙ্গিতে যোগায় যেমত বিহিতঃ অপার আনন্দ করিল শাসিত॥৬॥ নাথেরে গোপিকা বসিল ঘেরিয়াঃ কহিতে লাগিল হাসিয়া হাসিয়া। তোমারি কৃপাতে বসন্তে জিতিয়াঃ ভুজেতে বান্ধিছে কষিয়া কষিয়া॥৭॥ সুখের সাগরে ভাবিতে লাগিল। কৃষ্ণের চরণ তরণি করিনঃ তাহাতে তরুণি সকলে উঠিলঃ দেখিয়া বসন্ত ভয়েতে কাঁপিল॥৮॥ ❀॥ গীত টপ্পা। রাগিণী ঝিঝট॥ তাল আড়াতেতালা॥ তুমি কার কেহ নয় তোমার যদ্যপি জানিতে পার হৈয়া থাক তার॥ ধুয়া॥ ❀॥ জাতি কুল ব্যবহার। আরযত কুলাচার। পিরীতের রীতে কিছু নাহয় সুসার॥ পরধুয়া॥ ❀॥ যেবা যাহার হইলে তাহার দোঁহে হয় একাকার। ক্ষীরে নীর প্রবেশিলে হয় ক্ষীরাকার॥১॥ ❀॥ মাঘমাসের লীলা সাঙ্গ॥ ফাল্গুণ মাসের লীলা আরম্ভ॥

ফাল্গুণ মাসের কৃষ্ণ পক্ষে কৈলাস যাত্রা। পয়ার ছন্দ। তাল চলতা। রাগিণী কেদারা। ভেদ ভাব ভাবনা ভাঙ্গিতে বাঞ্ছা করি। ভূতলে ভরসা হেরি ভুবনকাণ্ডারী ॥ ১ ॥ ভবার্ণবে ভ্রমিয়া ভুল্যাছি বারবার। অভয় চরণ গুণে এবে কর পার ॥ ২ ॥ ভেদজ্ঞান ভেদ কর লহ কৃপা যশ। সংসার তারণ হবে পায়্যা ভক্তি রস ॥ ৩ ॥ কৃষ্ণো বাচ। শুণ গোপী কর্ত্তা কর্ত্রী করণ কারণ। যেবুঝে ইহার মূল শ্রেষ্ঠ সেই জন ॥ ৪ ॥ সত্ব তমো আদি অন্ত মধ্যেতে রাজস। নপুংসকাত্মক ব্রহ্ম প্রকৃত্তি পুরুষ ॥ ৫ ॥ তিন গুণে এক ভাব ভিন্ন নাহি তায়। কৌতুক কারণ গুণ ভিন্ন ভিন্ন হয় ॥ ৬ ॥ কালী কৃষ্ণ তন্ত্রে মন্ত্রে নাহি কিছু ভেদ। চতুর পণ্ডিত জানে যুক্ত তত্ব বেদ ॥ ৭ ॥ জীব মাত্র তেজ অংশ বেদা গম বাণী। চকমকি নীচ তবু তাহে গুণ মানি ॥ ৮ ॥ লোহার সংযোগ হইলে অগ্নি কণাতায়। সেই কণা হইতে অগ্নি অসম্ভব হয় ॥ ৯ ॥ শিলা লোহা যাবৎ থাকয়ে ভিন্ন ভিন্ন। তারে বলি ভেদ ভাব গুণে নহে ধন্য ॥ ১০ ॥ মন আত্মা তত্ব জ্ঞান অভেদ ভাবনে। চকমকি অগ্নি মত মুক্তি পায় জনে ॥ ১১ ॥ এক স্বর্ণে বহু ভূষা পুন গলাইলে। এক রূপ হয় সোণা শুণ গোপী স্থূলে ॥ ১২ ॥ গোপী কহে ত্রিধাগুণ দেখি তিন জনে। এক বিনা দুই নহে জানিব কেমনে ॥ ১৩ ॥ তুমি যদি শিব হও রাধিকা পার্ব্বতী। কৈলাসের মত স্থান হইলে সঙ্গতি ॥ ১৪ ॥ তবেসে বিশ্বাস মোরা করি বারে পারি। বুঝিবে ধরণী জীব একথা বিচারি ॥ ১৫ ॥ শিবপুরী রচিলেন শুনি গোপী বাণী। শিব রূপ ধরে কৃষ্ণ রাধা কাত্যায়নী ॥ ১৬ ॥ সংক্ষেপে স্থানের শোভা শুণ ভক্ত জন। ভেদ ভাব ত্যাগ করি পদে দেও মন ॥ ১৭ ॥ ত্রিভু বন সুপ্ত দীপ মণিদ্বীপ শোভা। কোটি কোটি রবি শশী জিনিতার আভা ॥ ১৮ ॥ সুবর্ণ্ণ বালুকা সুধা সিন্ধুতে বেষ্টিত। কল্পতরু পারিজাত মন্দারে শোভিত ॥ ১৯ ॥ কত শত মর কত কত পদ্ম রাগ। তাহাতে রচিত গৃহ সোপানের ভাগ ॥ ২০ ॥ হেমের আঙ্গিনা রচে দিয়া স্পর্শ মণি। এক স্থানে স্থির দেখ শত সৌদামিনী ॥ ২১ ॥ মানিক মণির স্তম্ভ হীরাতে খচিত। পোখরাজ নীল কান্ত কপাটে রাজিত ॥ ২২ ॥ সারি সারি গজমুক্তা গবাক্ষের দ্বারে। সুবর্ণ্ণের চিক শোভা তাহার ভিতরে ॥ ২৩ ॥

রতনে খচিত ছাত অতি শোভাকর । অমূল্য কনক দীপ্ত ছাতের উপর ॥ ২৪ ॥
মণি যুক্ত মন্দিরেতে সিংহাসন বর । কৌস্তুভ বেষ্টন স্তম্ভ মোতির ঝালর ॥ ২৫ ॥
কত সুধা দীপ্ত জিনি ছত্র মণি ময় । দশ দিগ দীপ্ত কারী নাশে তমোচয় ॥ ২৬ ॥
সিংহাসনে পদ্মা সনে একা সনে কিবা । রতনে ভূষিতা হয়্যা তাহে শিব শিবা ॥
২৭ ॥ দুই বর্ত্ত দুই তনু এক তেজোময় । আধার আধেয় ভাব অপরে নিশ্চয় ॥ ২৮
॥ যাঁর দৃষ্টি পাতে সুধা সদাবরিষণ । কত সুধা কর কর নখের কিরণ ॥ ২৯ ॥
সুধা সিন্ধু মধ্যে কোটি সুধা সিন্ধু সাজে । ভালে ভাল সুধা কর দোঁহাতে বিরাজে
॥ ৩০ ॥ তিন নেত্রে তিন গুণ বহ্নি রবি শশী । কিম্বা তিন বর্ত্ত পদ্ম নেত্র হ্রদে ভাসি
॥ ৩১ ॥ দুই কর্ণে ছয় নেত্র পূর্ত্ত ছয় রস । যাতে ছয় দরশন হইল প্রকাশ ॥ ৩২
॥ গোপী কহে আস্য বধি ছয় দরশনে । পবিত্র কৈবল্য পাবে জীব তত্ত্ব জ্ঞানে ॥
৩৩ ॥ অতুলনা পাদ পদ্ম লাল রত্ন জিনি । অথবা কমল রস পদে দিল ছানি ॥
॥ ৩৪ ॥ রাহুর ভয়েতে বুঝি পলায়্যা অরুণ । যুগল চরণ তলে লয়্যাছে শরণ ॥
৩৫ ॥ জবার কুসুম রস কিম্বা যাব কেতে । রক্ত উৎপল বুঝি বাটিয়া তাহাতে ॥
নিজ ভক্ত জন বুঝি দিয়াছে চরণে । এই মত বাখানে চরণ গোপী গণে ॥ ৩৭ ॥
বিজ্ঞা সখী কহে শুণ অসুর বধিয়া । রুধির লাগিল পায় ভকতি লাগিয়া ॥ ৩৮ ॥
জনক জননী রূপ নাহয় বর্ত্তন । নাহি পায় অন্ত আনে সহস্র বদন ॥ ৩৯ ॥ কোটি
কোটি নায়িকা সমুখে দাঁড়াইয়া । লক্ষ লক্ষ দেব রাজে বেত্রে নিবারিয়া ॥ ৪০ ॥
আলীঅলি নিবারিছে চামর ব্যজনে । শ্রীমুখে পতন পাছে হয় সুধা পানে ॥ ৪১ ॥
কৈলাস সৌগন্ধি যূথে আমোদ ভুবন । বেদ মুখ বেদ পাঠ সহ দেব গণ ॥ ৪২ ॥
দেব ঋষি নরনারীকরিছে স্তবন । এরূপ দেখিয়া গোপী অবাক বদন ॥ ৪৩ ॥ সুর
নারী ফেরে কত নাচিয়া গাইয়া । সারদা করিছে গান বীণা বাজাইয়া ॥ ৪৪ ॥
ভবানী অম্বিকা দুর্গা দুর্গতি নাশিনী । ব্রহ্মাণী শিবানী রাধা জগৎ পালিনী ॥ ৪৫
॥ চন্দ্রচূড় বৃষারূঢ় দেব শূলপাণি । শ্রীধর মাধব কৃষ্ণ আত্ম রূপ মানি ॥ ৪৬ ॥
সপ্ত সুর ত্রিনগ্রাম একইশ মূর্চ্ছনা । উণকোটি তাল তানে গানের রচনা ॥ ৪৭ ॥
উন্মত্তা সরস্বতী শ্রীমুখ হেরিয়া । ভক্ত জন দ্রুব হইল সেগান শুণিয়া ॥ ৪৮ ॥

হর গৌরী আশীর্ব্বাদ দিল ভক্ত প্রতি। সুধাসিন্ধু হয়্যা কর কৈলাসে বসতি ॥ ৪৯
॥ পদ্মাবতী পাদ পদ্ম প্রসাদ লইয়া। সর্ব্বজনে দিতেছেন আনন্দে বাঁটিয়া ॥ ৫০॥
যেই কালী সেই কৃষ্ণ সেই শিব সীতা। সেই ব্রহ্মা শ্রীব্রহ্মাণী জগতে বিদিতা ॥
৫১ ॥ যখন একলা হন বিশ্ব বীজ মান। এক বীজে বহু বৃক্ষ বহু গুণ জান ॥ ৫২
অভেদ ভাবনা ভাব বুঝাইতে লোকে। কভু কৃষ্ণ কভু শিব দেখান কৌতুকে ॥ ৫৩
আশ্চর্য্য দেখিয়া রূপ গোপী ভাবে মনে। বুঝিবে কলির জীব এভাব কেমনে ॥ ৫৪
॥ হিত উপদেশ জন্য কহিল কিঞ্চিৎ। শুণহ অদ্বৈত কথা হৈয়া এক চিত ॥ ৫৫
পাঁচ রূপ পাঁচ ভাব পাঁচ উপাসনা। বুঝিতে জীবের মন করিল কল্পনা ॥ ৫৬ ॥
পাঁচ ভাবে একভাব ভাবে যেই জনা। সেই হবে তত্ত্বজ্ঞানী অহিংসক মনা ॥
৫৭ ॥ সবে ভাব ভগবতী আর গণপতি। পশু পতি দিবা পতি আর যদু পতি
॥ ৫৮ ॥ একে পঞ্চ পঞ্চে এক প্রপঞ্চ বর্জ্জিত। পঞ্চ আয়তনী দীক্ষা অভেদ কল্পি
ত ॥ ৫৯ ॥ কণ্ঠভূষা কর্ণভূষা একই জনক। কুহকের নানা লীলা একই কারক ॥
৬০ ॥ শক্ত শক্তিময় বিশ্ব কিবা সূক্ষ্ম স্থূল। এককায় সংজ্ঞাতায় যেন শাখা মূল
॥৬১॥ প্রকৃতি পুরুষ যেন চনক বিদল। আধার আধেয় ভাব ভাবহ যুগল ॥৬২
॥ প্রকৃতি পুরুষ এক তৃতীয় অবস্থা। জগৎ রক্ষক সেই জগতের শাস্তা ॥ ৬৩ ॥
নানা রূপ তাঁহার তাহাতে নাহি বাধা। কভু শ্যাম শ্যামা সীতা হরি হর রাধা
॥ ৬৪ ॥ সাবিত্রী সহিত ধাতা লক্ষ্মী নারায়ণ। অতএব ভিন্ন ভাব নরক কারণ ॥
৬৫ ॥ অদ্বৈত ভাবনা ভাবে মগ্ন হও জীব। প্রেম ভক্তি দিতে মূল কৃষ্ণ হন শিব ॥
৬৬ ॥ গুরু দত্ত বস্তু লহ করিয়া যতন। হৃদয় সিন্দুকে রাখ সেই অতি ধন ॥ ৬৭
॥ পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন তাহারে জানিবে। গুরু রূপে সর্ব্ব রূপ আনন্দে ভাবিবে ॥ ৬৮
॥ আত্মপর সর্ব্ব জনে জানিবা সমানে। দুস্কৃতি দুর্গন্ধি দূর করে সমজ্ঞানে ॥ ৬৯ ॥
বেদ বিধি সদাচার ধর্ম্মের বিধান। অবশ্য জানিবে ইহা করিয়া সন্ধান ॥ ৭০ ॥
কামনা করিয়া ধর্ম্ম অনুচিত বিধি। ইষ্টদেবে সমর্পণ কর্ম্ম নিরবধি ॥ ৭১ ॥ অপূর্ব্ব
মানস পূজাসহ প্রভু ধ্যান। বাহ্য পূজাকরে যেবা সেজন অজ্ঞান ॥ ৭২ ॥ বৃন্দাবনে
কৃষ্ণ লীলা জীব উপকার। ক্ষণে ক্ষণে নব লীলা ব্রজেতে সঞ্চার ॥ ৭৩ ॥ অল্প বুদ্ধি

শক্তিহীন লীলা বলি বারে। কিঞ্চিৎ কহিল মাত্র কৃপা অনুসারে॥ ৭৪॥ শিবরাত্রে একৌতুক রচিল মোহন। অধিক রচিবা ভক্ত এই নিবেদন॥ ৭৫॥ করযোড়ে কহে গোপী শুণ প্রাণনাথ। বুঝিলাম গোলোকেশ তুমি বৈদ্যনাথ॥ ৭৬॥ ॥ সরস্বতীর উক্তি গীত॥ রাগ তাল ঝুমুর॥ ওরাধালো বশ করিয়া রাখিলি প্রাণ নাথে॥ ধুয়া॥ মোরা হারাইয়া মনের মানুষ ফিরি পথে পথে॥ পর ধুয়া॥ ॥ ঝুরেআখি নাহি দেখি গেল কাঁহার সাথে॥ ১॥ ওলো বাচলো পরাণ দেখলো নয়ণ শ্যাম তবহাতে॥ ২॥ কোথায় ধড়া কোথায় চূড়া জটা দেখ্যেছি মাথে॥ ৩॥ পরাইয়া বাঘের ছাল সুখী কেমনে তাতে॥ ৪॥ কমল বনে রসিক মালি প্রেম সুতেগাথে॥৫॥ গোপিনী গোলাব কলি গলারহার যাতে॥৬॥ তুমি নিলে প্রাণের আধার আমি রাখব কাতে॥৭॥ কয়সারদা বুঝবো রাধা যখন পাবঘাতে॥৮॥ ইতি ফাল্গুণ মাসে কৈলাস লীলাসাঙ্গ॥ ॥ হুলি লীলা আরম্ভ। ফাল্গুণমাসে শুক্লপক্ষে॥ ফাল্গুণ মাসেতে লীলা অতি সুখ দেয়। রাথের নিকটে গোপী কুতুহলে কয়॥ ১॥ ঝুলনে দোলহ কৃষ্ণ পূর্ণ মাসী দিনে। গোবিন্দ দোলায় মাবে দেখুক নয়নে॥ ২॥ এত বলি গোপীগণ দোলের কারণ। অপূর্ব্ব করিল মঞ্চ রতনে সাজন॥ ৩॥ চারি পাশে গোপীগণ দোলে শ্যাম রায়। রাধা দেবী বসিলেন প্রাণনাথ বাঁয়॥ ৪॥ আবীর গোলাবদেয় কোমকোমা ভরিয়া। নাগর নাগরী দোলে একত্র হইয়া॥ ৫॥ সখী গণ কৃষ্ণ পদে দিতেছে আবীর। পরম সুখেতে দেখে যতেক আভীর॥ ৬॥ প্রেমের সাগরে উঠে সুখের তরঙ্গ। সুখের উপরে সুখ নাহি হয় ভঙ্গ॥ ৭॥ দোল লীলা করি সাঙ্গ পূর্ণমাসী পরে। মঙ্গল বারের লীলা নৌকা যোগে করে॥ ৮॥ তাহার শোভন শুণ ভক্ত জন মেলি। অপার আনন্দ সুখ তরণীর কেলি॥ ৯॥ বুড়া মঙ্গলবার তাহেমঙ্গল মানিল। ভক্তজন মনোবাঞ্ছা সফল হইল॥ ১০॥ ॥ ভুজঙ্গ প্রযাত ছন্দঃ॥ রাগিণী সিন্ধু॥ তালদোলন॥ মঙ্গলবারেতে তরণীউপর। বসিল তরুণী লইয়া নাগর॥ ১॥ তরুণী তরণী করি একতর। প্রেমে পুলকিত অঙ্গ থর থর॥ ২॥ যমুনা দুকূল কিবাহে সুন্দর। তরণী গৃহেতে যেনহে মন্দর॥ ৩॥ তরনি উপর বহু শোভা কর। দাঁড়ি মাঝি

তাহে গোপিকা নিকর ॥ ৪ ॥ পতাকা নিশান শোভিছে গগণ। বাজিছে বাজন কত তাল মান ॥ ৫ ॥ রঙ্গিনী গোপিনী রঙ্গিলা তরণি। তাহার উপর জরির চাঁদনি ॥ ৬ ॥ সাজায় তরণি অতি মনোহর। ফানসে বর্ত্তিকা যেন দিনকর ॥ ৭ ॥ কালিন্দীর জলে কাগজ কমলে। তাহে বাতী জলে দেখ কুতূহলে ॥ ৮ ॥ দুই পাশে টাটী অতি পরিপাটী। সুন্দর মন্দির মনোরম বাটী ॥ ৯ ॥ রচিয়া রমণী দীপের সাজনি। উজ্বল তাহাতে সকল যামিনী ॥ ১০ ॥ যৌবনের জুমে মারে কোম কোমে। অঙ্গ থরথর উনমত্ত কামে ॥ ১১ ॥ কেহ নাচে গায় রঙ্গে কথা কয়। মারি পিচকারি আবীর উড়ায় ॥ ১২ ॥ আবীর আতর গোলাব প্রচুর। বাজিছে মৃদঙ্গ মধুর মধুর ॥ ১৩ ॥ সেতারা তম্বুর বীণা নিরন্তর। তবল ঢোলক বাজিছে সত্বর ॥ ১৪ ॥ গোপিনী গাইছে কিন্নরীর স্বর। নাচনে উঠিছে প্রেমের লহর ॥ ১৫ ॥ কেহ দেখে কাচ কেহ দেখে নাচ। রাধা কৃষ্ণ হাসে দেখি কাচ নাচ ॥ ১৬ ॥ তুষিতে মোহন সাজি বহু জন। যোগী আদি বেশ করিল ধারণ ॥ ১৭ ॥ করে নব রস ধরি নর বেশ। কেহ মহাজন সাজিল বিশেষ ॥ ১৮ ॥ গোতা খোর জলে ভাসায় কল্লোলে। উঠিল হাউই গগণ মণ্ডলে ॥ ১৯ ॥ রঙ্গের মসাল উজ্বল বিশাল। নিশিতে দিবস করিলেক আল ॥ ২০ ॥ নৌকা কুতূহল দেখিল সকল। যেন শোভা তার প্রফুল্ল কমল ॥ ২১ ॥ রতন জড়িত জিনিয়া তড়িত। বহু আশা সোটা ধরে অভিমত ॥ ২২ ॥ কতবা বল্লম অস্ত্র মনোরম। লইয়া গোপিনী ফিরে অবিরাম ॥ ২৩ ॥ কতবা আনার বাজি নানাকার। শোভা বহুতর জিনি চাঁদ হার ॥ ২৪ ॥ বন্দুক তবক ছোটে মবারক। নারী প্রেম হরি দেখিয়া অবাক ॥ ২৫ ॥ ভরিয়া রজনী করি জাগরণ। তুষিল গোপিকা মোহিনী মোহন ॥ ২৬ ॥ কেহ কুজুড়ানী কেহ তামুলিনী। বেচে ফল পান তরণি তরণি ॥ ২৭ ॥ এই মত কত তরি শত শত। প্রেমের বাজার জলেতে বসত ॥ ২৮ ॥ বিবিধ মিঠাই গরম বনাই। করে বিকি কিনী রাধা কৃষ্ণ ঠাঁই ॥ ২৯ ॥ চতুরা মুঞ্জরী বেগেবাহে তরি। যোগায় যোগিনী হয়্যা আজ্ঞাকারী ॥ ৩০ ॥ ব্রজবাসী নারী অমর সুন্দরী। দুকূলে সাজিয়া দেখে সারি সারি ॥ ৩১ ॥ গগণের চাঁদ পদে লুকাইল। আসি দিন মণি চরণে

পূজিল ॥ ৩২ ॥ ● ॥ গীত। রাগ ললিত। তাল আড়ামধ্যমান ॥ হরি মুখ দেখি রে মলিন কেন ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ নীল কুব লয় সুধাকে করিল চুম্বন ॥ পরধুয়া ॥ ● ॥ আপন সুখের তরেঃ রাধা ভৃঙ্গীহয়্যা তারেঃ মুখসুধা করিল হরণ ॥ ১ ॥ মোহিনী রে দিয়া লাজঃ সেবিল শ্রীরসরাজঃ স্নান পরে করায় ভোজন ॥ ২ ॥ গীত সাঙ্গ ॥ ● ॥ দোসরা গীত। রাগ তাল ঝুমুর ॥ এমন সুখেরনিশি সই প্রভাত হইল কেন বলনা ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ অরুণ কিরণ হইল ত্বরাকরি কুঞ্জে চল সই। যুগলের মলিন মুখ দেখ্যা প্রাণে সহেনা ॥ ১ ॥ চিতান ॥ বিশ্রাম ঘাটেতে তরি লাগাইয়া সহচরী সই। লয়্যাযায় বিমানে কর্যাঐ চায়্যাদেখনা ॥ ২ ॥ বসাইয়া সিংহাসনে আদর করে গোপী গণে সই। হেরিয়া হরির রূপ হরে সব যাতনা ॥ ৩ ॥ পদ সেবা কেহ করে কেহ দিছে কলেবরে সই। সুগন্ধি মোতির হারে পুরায় মনো বাসনা ॥ ৪ ॥ ননী মেওয়া মিঠা আদি খাওয়াইছে নিরবধি সই। সাঁচি পানের বিড়া দিছে বামে বসি সুলোচনা ॥ ৫ ॥ রাধা কৃষ্ণ নিদ্রা যায় সব সখী সুখী তায় সই। অদ্যাবধি সেই লীলা কাশীমাঝে রচনা ॥ ৬ ॥ মঙ্গলবারের রাত্রের লীলা সাঙ্গ ॥ ● ॥ ইতি ফাল্গুণ মাসের লীলাসমাপ্ত ॥ ● ॥ চৈত্র মাসের লীলাআরম্ভ ॥ কলঙ্ক ভঞ্জন লীলা ॥ গীত পাঁচালি ॥ কেনে ব্রজের মাঝে বলে আমায় শ্যাম কলঙ্কিনী ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ ব্রজের মণ্ডলে উপায় কর প্রাণ পতি। ত্রিভুবনে বলে যেন রাধা শুদ্ধ মতি ॥ ঘরে ঘরে খোঁটা দিতে বাকী নারহিল। মম সঙ্গে সব গোপী নিকুঞ্জে আসিল ॥ তার কারণ নাজানি ॥ গীত সাঙ্গ ॥ ● ॥ পয়ার ॥ ভক্তজন দিয়া মন শুণ ইতিহাস। কৃষ্ণ লীলারসে সুখপায় চৈত্রমাস ॥ ১ ॥ মঞ্জুঘোষ সুতা সেই গোপ কুলে কাঁটা। মুখেতে সতীর ভাব ব্যভার কুলটা ॥ ২ ॥ আয়ান ঘোষের ভগ্নী নামতো কুটিলা। কুটিল হৃদয় তার জননী জটিলা ॥ ৩ ॥ আকৃতি প্রকৃতি মত স্বজাতীয় নাম। দুঃশীল তাহার রীত মন্দ গুণ গ্রাম ॥ ৪ ॥ শ্যাম কলঙ্কিনী রাধা ব্রজেতে রটায়। অঘটনা মন্দ কার্য্য তখনি ঘটায় ॥ ৫ ॥ উঠিতে বসিতে খোঁটাদেয় অবিরত। তিল পরিমাণ হইলে করয়ে পর্ব্বত ॥ ৬ ॥ মনেমনে মহাসুখী রাধা চন্দ্রমুখী। গোপনে তাহার লীলা বাঞ্ছে হন দুখী ॥ ৭ ॥ কৃষ্ণের চরণ লাগি

জীবন যৌবন। প্রাণমন দেহআদি করাছি অর্পণ ॥৮॥ অন্তরেতে বিচারিল লোক ভয় হেতু। কলঙ্ক সাগরে কৃষ্ণ অকলঙ্ক সেতু॥ ৯ ॥ নিকুঞ্জে নিগূঢ় লীলা গোপনেতে হয়। হাসি হাসি শশী মুখী বিনয়েতে কয়॥ ১০ ॥ কুলেতে কলঙ্ক দেয় কুটিল কুটিলা। কলঙ্কিনী করি কৃষ্ণ কেনেহে রাখিলা॥ ১১ ॥ কৃপা কৃপাণেতে কাট কলঙ্ক করাল। কুলেকুলবতী আমি একিহে জঞ্জাল ॥১২॥ শুণিসত্য সনাতন সুসার সঞ্চার। করুণা নিধান করে কৃপার প্রচার॥ ১৩॥ এক দিন নন্দ ঘরে যশোদা নিকটে। পিড়ীত হইনাম বলি শোয় স্বর্ণ খাটে॥ ১৪ ॥ নন্দ যশোদার দুই আকুল হৃদয়। ব্যাকুল হইয়া যায় বৈদ্যের আলয়॥ ১৫ ॥ বৈদ্য আসি বলে বসি বহু দ্রব্য চাই। ভয় নাই ভাল হবে কুমার কানাই॥ ১৬॥ ভেষজ ভিষক ভাবি দেয় ভগবানে। আময় নাশের হেতু দিলেক বদনে॥ ১৭ ॥ প্রকৃত হইলে রোগ ভেষজের সাধ্য। রোগে নহে অরোগের ভেষজ অবাধ্য॥ ১৮ ॥ এই মত বহু বৈদ্য ফিরিয়া চলিল। কৃষ্ণের নাশিতে রোগ কেহ নাপারিল॥ ১৯ ॥ পরিবার সহ রাণী ভাবে দিবা নিশি। ইষ্টদেবে স্তুতি করে বিরলেতে বসি॥ ২০ ॥ দৈবী বাণী হইল তায় নাহি কোন ভয়। গণক ডাকিয়া কর ইহার উপায়॥২১ ॥ নন্দরাণী কহে কোথা গণক পাইব। জলস্থলে যথা পাই সেখানে যাইব॥ ২২ ॥ ❀ ॥ দৈবজ্ঞ বেশ ধারণ ॥ লঘুচৌপদি ॥ রাগিণী সারঙ্গ॥ তাল চলতা॥ শ্রীমধুমঙ্গলঃ দৈবজ্ঞ সাজিলঃ অর্দ্ধচন্দ্র ভালঃ লাল টিকা ললাটে শোভন। করেতে যষ্টিকঃ কুশের মুষ্টিকঃ বান্ধিল উষ্ণিকঃ অক্ষমালা গলায় ধারণ॥ ১॥ মুখে দুর্গাবাণীঃ হাতে পাঁজিখানিঃ সদা মনেধ্যানীঃ রাজপথে করিল গমন। ভগ্নছাতা হাতেঃ বান্ধা তালপাতেঃ শিশু চেলাসাতেঃ সদাকরে রাশির গণণ॥ ২ ॥ ধুতি লাল চেলিঃ শত তাহে তালিঃ কান্ধে ভিক্ষা ঝুলিঃ কমরেতে পাছড়ি বেষ্টন। অঙ্গে গঙ্গা মাটীঃ সেবা পরিপাটীঃ কান্ধে বান্ধা ঘটীঃ শত ছিদ্র ধুনায় লেপন॥ ৩॥ শোভে দুই পায়ঃ চিপুটী জুতায়ঃ ঠারে কথা কয়ঃ চেলা সহ হেলায়া বদন। পথিক জনারেঃ ভুলায় সত্বরেঃ ধরি দুটি করেঃ শুভা শুভ কহে নিরূপণ॥ ৪॥ দোকানেতে বসিঃ গণে বার রাশীঃ বহু জন আসিঃ প্রশ্ন করে করিয়া মনন। মনের মানসঃ

হিয়া বিশেষঃ পূরাইছে আশঃ ফাঁকি দিয়া লয় পর ধন ॥ ৫ ॥ দৈবজ্ঞ চাতুরীঃ
ানে জগ ভরিঃ কাশীর নগরীঃ সাক্ষী তার দেখি বিদ্যমান। জ্যোতি ষের গুণঃ
রিয়া শ্রুবণঃ পাঠাইয়া জনঃ নন্দ রাণী করিল আহ্বান ॥ ৬ ॥ পীঠে বসাইলঃ
জিজ্ঞাসা করিলঃ কিপীড়া হইলঃ কহ মোরে বিশেষ কারণ। ভূমে খড়ি পাতিঃ
ণে নানাভাঁতিঃ রিষ্টি নানাজাতিঃ বুঝিলাম হবে নিবারণ ॥ ৭ ॥ মঙ্গল উপায়ঃ
ুণহ নিশ্চয়ঃ জ্যোতিষেতে কয়ঃ সতী হইতে হইবে মোচন। সুবর্ণ্ণ গাগরীঃ বহু
ছিদ্র করিঃ আনত্বরা করিঃ সতী নারী বিজ্ঞা এক জন ॥ ৮ ॥ যমুনার বারিঃ আনি
ব সেনারীঃ সেইঘট ভরিঃ ছিদ্রদিয়া নাহবেপতন। সেইজলে স্নানঃ করাও নন্দনঃ
রোগের দমনঃ সারকথা এইনিরূপণ ॥ ৯ ॥ জেঠাই জননীঃ গুরুমা ভগিনীঃ পিসী
মাতুলানীঃ খুড়ি মাসী নিষেধ বচন। এহা ভিন্ন সতীঃ ডাক বুদ্ধি মতীঃ যাহার
বসতিঃ ব্রজ মাঝে রাণী তুমি জান ॥ ১০ ॥ জ্যোতিষের বাণীঃ সত্য করি মানীঃ
যোড়করে রাণীঃ সতীনাম কহহে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণে কহিছেঃ বহুনারী আছেঃ সব
আনকাছেঃ পরখেতে সাধ প্রুয়োজন ॥ ১১ ॥ ❁ ॥ চৌপাই ছন্দ। রাগ তাল ঝুমুর
। গীত ॥ কর্ত্তার লীলার নিন্দাকরে কোনজন। একেএকে শুণতার হইলদমন। ধুয়া
॥ প্রুথমে জটিলা ডাকি কলস দিলা হাতে। জল আনিতে ললিতা চলিল তারসাতে
॥ ১ ॥ জল ভরিতে পড়ে জল হাসিছে ললিতে। জটিলা কহিছে ধনী এতিন জগতে
॥ ২ ॥ কারসাধ্য কেবাপারে এঘটে আনিতে। কৃষ্ণের মঙ্গল জন্য আইলাম স্নে
হেতে ॥ ৩ ॥ দ্বিজ কহে কুটিলাকে আনহ ত্বরাতে। তার বাড়া সতী নাই এখন
ব্রুজেতে ॥ ৪ ॥ কুটিলা লইল ঘট আসিয়া কক্ষেতে। বিষথা চলিল সঙ্গে এরস
দেখিতে ॥ ৫ ॥ যত ভরে তত পড়ে নাহি রহে তাতে। রাধিকা সঙ্গিনী যত হাসে
খোঁটাদিতে ॥ ৬ ॥ কুটিলা আনিয়া কহে যশোদা সাক্ষাতে। দ্বিজের রমণী আন
এজল ভরিতে ॥ ৭ ॥ রাধার ননদী যত আছিল ব্রুজেতে। লজ্জিতা হইল সবে
একাদি ক্রমেতে ॥ ৮ ॥ নিন্দকা যতেক সতী আছিল ব্রুজেতে। শুণিয়া ঘটের কথা
থাকে হেট মাথে ॥ ৯ ॥ ভৎর্সনা করিছে দ্বিজে কঠোর বাক্যেতে। পার্ব্বতী দুঃসা
ধ্য কর্ম্ম বলিলে কেমতে ॥ ১০ ॥ দ্বিজ কহে যত কহ শুণিব পশ্চাতে। রাধাকে আন

হ শীঘ্র সুসতী চিনিতে ॥ ১১ ॥ খল খল হাসি রামা চলিল ডাকিতে। কলঙ্কভঞ্জন হয় লোক বুঝাইতে ॥ ১২ ॥ শ্রীমতী আসিয়া ঘট লইলেন মাথে। সকল ব্রজের নারী চলিল সঙ্গেতে ॥ ১৩ ॥ কৃষ্ণা মন্দোদরী সীতা অহল্যাৎ পদেতে। প্রণমিয়া তারা হর ভাবি প্রাণ নাথে ॥ ১৪ ॥ এসকল সতী আখ্যাযার হুকুমেতে। আমার কলঙ্ক মুক্ত ভার নহে তাঁতে ॥ ১৫ ॥ গাগরী ভরিয়া মাথে রাজার দুহিতে। অঙ্গ ভঙ্গে চলে নীর নাপড়ে ভুমেতে ॥ ১৬ ॥ দেখিয়া অবাক সবে রাধার গুণেতে। জগতের সতী রাধা হয় গণনেতে ॥ ১৭ ॥ সেই জলে স্নান করি সুহৃ নন্দ সুতে। পড়িল সকল বালা দ্বিজের পদেতে ॥ ১৮ ॥ অসতীকে সতী করে সতী ইচ্ছামতে। কত সতী যার ইচ্ছা কেপারে তুষিতে ॥ ১৯ ॥ হেকৃষ্ণ করুণা ময় থাক হৃদয়েতে। তোমার তুলনা কৃষ্ণ সদাহে তোমাতে ॥ ২০ ॥ ❁ ॥ গীত পাঁচালি। তাল খেমটা এখনআর কেমনকর্যা বলিবে তোরা রাধাকলঙ্কিনী ॥ ধুয়া ॥❁॥ জটিলা কুটিলা মান হইয়া গেল হত। তাহা মুই কবো কত ॥ অবিরত বলিতে লজ্জা পায়। পরখে সতীর গুণ হইল বিদিত। নারীর চরিত্র যত। অভি ভুত শুণিয়া সবাই। ঘরে ঘরে করে কানা কানি ॥ ১ ॥ গীত সাঙ্গ ॥ দোসরা গীত ॥ নারদ বাসুদেবের উক্তি ॥ রাগিণী ঝুমুর ॥ তাল খেমটা ॥ ❁ ॥ এইকলঙ্ক ভঞ্জনের কথাশুণি নারদ মুনি ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ বাসুদেব সঙ্গে করিয়া আসিল অবণি ॥ পরধুয়া ॥ ❁ ॥ অগ্র বনে থাকি মুনি বাসুকে পাঠান। কোথায় আছেন কৃষ্ণ আনহ সন্ধান। দেখাহইলে মোর কথা কবা তুমি এই করি যোড় পাণি ॥ ১ ॥ বাসু কহে কোন কৃষ্ণ কিবা রূপ ধরে। জাতি কুল কহ তার থাকে কার ঘরে। জনমিয়া দেখী নাই তারে বল কেমন কর্যা চিনি ॥ ২ ॥ মুনি কহে নীলকান্ত জিনিরূপ তার। আভীর জাতির মধ্যে আছেন এবার। বৃন্দাবনে বাস তার নন্দ ঘরে যার মাতা নন্দরাণী ॥ ৩ ॥ বাসু কহে কোন মুখে যাব মহাশয়। মুনি কহে নন্দগ্রাম ঐ দেখা যায়। পাথেয় পয়সা দিলেন তাহারে বাসু চলিল তখনি ॥ ৪ ॥ বৃন্দাবন পথ ভুলি যায় দিল্লি পানে। পথ দেখাইল মুনি জ্ঞান অন্ধ জনে। নাচিতে নাচিতে আসি বৃন্দাবনে আসিয়া হেরিল সে নীলমণি ॥ ৫ ॥ গীত সাঙ্গ ॥ বাসুদেবের গীত আরম্ভ

॥ রাগিণী সুহিনি ॥ তাল পশতো ॥ রূপ দেখিয়া অবাক হইল নারদের বাসু ॥ ধুয়া ॥ চরণ তলে দেখ শত ফুটিয়াছে টেসু ॥ পরধুয়া ॥ ❁ ॥ ঘুঙ্গুর বাজে নূপুর বাজে অভয় দিছে আশু। চরণ কমল হেরি হইল উল্লাসু ॥ ১ ॥ করিতে স্তুতি না হিক জানি আমি অতি পশু। তোমার তত্ব লৈতে মুনি পাঠাইলা যাসু ॥ ২ ॥ পিতামহের তাত তুমি এবে হইলা শিশু। নাদেখি বিমল পদ মুনিবর ত্রাসু ॥ ৩ ॥ আজ্ঞা হইলে মুনিবরে আনেগিয়া বাসু। অজ্ঞান পাপীর পাপে মার জ্ঞান ইষু ॥ ৪ ॥ ❁ ॥ গীত মুনি উক্তি ॥ রাগ ভৈরব ॥ তাল চলতা ॥ কখন সেহরি পদ দেখিবে এদীন ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ পাইয়া চরণ সুধাঃ শান্ত হবে আশা ক্ষুধাঃ নয়ন চকোর তাহে হইয়া রবে লীন ॥ ১ ॥ হরি পদ মহাতরিঃ হেরিলে যাইব তরিঃ পার হব ভববারিঃ আমি দীনহীন ॥ ২ ॥ সেপদ সুচারু ভানুঃ পাপ নাশে মম তনুঃ জপিব তাহার মনুঃ ত্যজি পরাধীন ॥ ৩ ॥ সেপদ নির্ম্মল জলঃ তাহে রব অবিকলঃ প্রাণ মন দুই দলঃ হবে তাহে মীন ॥ ৪ ॥ সেপদ অচলতলেঃ বান্ধি মন সুচঞ্চলেঃ তনুতরি নাহি টলেঃ হইব প্রবীন ॥ ৫ ॥ দেখিয়া চরণ খানিঃ ধরেপদ দিয়াপানিঃ পূর্ণব্রহ্ম জান্যা মুনিঃ বাজাইল বীণ ॥ ৬ ॥ অষ্টাঙ্গে প্রণামকরেঃ মুখেবলে হরেহরেঃ বারবার নতশিরেঃ করে প্রদক্ষিণ ॥ ৭ ॥ নারদের নিবেদনঃ শুণপ্রভু নারায়ণঃ তোমার অধীন হনঃ সদা গুণ তিন ॥ ৮ ॥ গীত সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ বাসন্তী পূজা লীলা ॥ রাগ নট কল্যাণ। তাল সুরফাক্তা ॥ জগতে বাসন্তী পূজা দেবীর তোষণ। ব্রজ মধ্যে গোপী গণ নাপূজে কখন ॥ ১ ॥ মিটাইল সেই সাধ করিল রচন। সিত পক্ষ সপ্তমীতে কল্প আরম্ভণ ॥ ২ ॥ অষ্টমী নবমী তিথি ব্রত সমাপন। মন দিয়া শুণ সবে এই বিবরণ ॥ ৩ ॥ রাধাকে সাজায় গোপী যেমত পার্ব্বতী। ললিতা বিষখা হইল লক্ষ্মী সরস্বতী ॥৪॥ গণিকা গণেশ সাজে কার্ত্তিক কৌশিকী। মৃগাক্ষী হইল সিংহ পৃষ্ঠে পদরাখি ॥ ৫ ॥ মহিষ সাজিল চিত্রা কৃষ্ণ পঞ্চমুখ। শোভিল প্রতিমা খানি পরম কৌতুক ॥ ৬ ॥ রতনের চাল থাম্বা তাহে চিত্র কারী। দেবাসুর যুদ্ধ আদি লিখিল বিস্তারি ॥ ৭ ॥ ময়ূর মূষিক সখী হইল বাহন। চম্পক লতিকা আদি পূজিল তখন ॥ ৮ ॥ বসন্তে বাসন্তী পূজা মোহিনী মোহন। তুষিতে গোপীর

মন করিল গ্রহণ ॥ ৯ ॥ পূর্ব্বে ব্রহ্মা আদি দেব পূজি হর গৌরী। পাইল অপূর্ব্ব বর পাইতে শ্রীহরি ॥ ১০ ॥ সেই রূপ এবে ব্রজে কিশোর কিশোরী। কবে কোন রূপ ধরে জানিতে নাপারি ॥১১॥ তিনরাত্র কবিগায় দুদল হইয়া। হারিজিত শব্দ শুনে শুণ মন দিয়া ॥ ১২ ॥ গোপীতে করিল সৃষ্টি কবির কীর্ত্তন। অদ্যাবধি সেই গান করে নর গণ ॥ ১৩ ॥ দশমীতে লীলা ভঙ্গ করি ব্রজরায়। করেণ নূতন লীলা ভক্ত জনে গায় ॥ ১৪ ॥ ❁ ॥ গুরুদেবের গীত চন্দ্রাবলীর দলের ॥ রাগ তাল কবির ॥ মন মজিলে নারে কেনে গুরু চরণে ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ দশ শত দল কমলেতে যার বসতি অতি গোপনে। জনম সফল কর একবার নিরখ শ্রীনাথ জ্ঞান নয়নে ॥ চিতান ॥ অজ্ঞান অন্ধের সুজ্ঞান অঞ্জন কেহেন এতিন ভুবনে। প্রভু দয়াময় করে বরা ভয় বিতরে করুণা কাতর জনে ॥ ভবজল নিধি নিস্তারণ বিধি গুরু কৃপা নিধি আপনে। চতুর্ব্বর্গ ফল ফলে শ্রীচরণে বাঞ্ছা কর্যা লও যার যেমনে ॥ ১ ॥ বাম উরু স্থিত শক্তি সুশোভিত বস্যাছেন মুক্তি প্রদানে। খেদকরে দূর মানস তিমির বিনাশে মায়ের ওরূপ ধ্যানে ॥ তনু সুকোমল করেতে উৎপল ধরেণা এরূপ নয়নে। লোহিত বরণ শিশু ভানু যেন স্থকিত হৈয়াছে শশীর সনে ॥ ২ ॥ অধম তারণ পতিত পাবন গুরু নাম সার ভুবনে। যেএকান্ত তাঁকে নাম লইয়া ডাকে তারে কৃতাঞ্জলি হয় শমনে ॥ চারু কলেবর রজত ভূধর বিনিন্দিত শ্বেত বরণে। প্রভু সনাতন গুরু নারায়ণ কৃপার আদেশে আবেশে ভনে ॥ ৩ ॥ ইতি গুরু গীত সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ টপ্পা ॥ দিন গেলরে অসাধনে ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ আর মূঢ় মন ভ্রমিছ কি কারণে শরণ মনন নাকরিলে ধ্যান শ্রীনাথের শ্রীচরণে ॥ টপ্পা সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ কাম কলা সখীর দলের গীত ॥ রাগ তাল কবির। আগের গীতের উত্তর ॥ ঐদেখ গুরু বসিয়াছে রমণী বামে করিয়া পঞ্চ পঞ্চ শত কমল আসন বৃন্দাবন অতি বিপিনে যেকৃষ্ণ সেরাধা পূরায় মনের সাধা দেখহ যুগল নয়নে ভরিয়া ॥ চিতান ॥ অবলা অক্ষম তারে জ্ঞান দান করে দেখ ঐ বসিয়া। ছাড়িয়া মুররী বরা ভয় ধরি দিতেছে করুণা করিয়া হাসিয়া ॥ নিস্তার কারণে ব্রজ গোপী গণে কৃষ্ণ গুরুনিধি আসিয়া। প্রেম ভক্তি ফল ফলিত যেপদে আশা পূরি লও যাচিয়া ॥ ১ ॥ গ্রহ

রেড় এজন্যে সংক্ষেপে লিখাগেল ॥ ❀ ॥ টপ্পা ॥ ঘুচিল সকল মনের জ্বালা অভয় পদ হেরিয়া। আমার হরি কল্পতরু গুরুরূপ ধরিয়া॥ ১ ॥ ❀ ॥ চন্দ্রাবলীর দলের সখীসংবাদ। রাগ তাল কবির॥ দেখ দেখি সখী কেমন সাজাইয়াছি যুগলে নিকুঞ্জে আনিয়া॥ ধুয়া॥ ❀ ॥ জগতেমহিমা বাসন্তীপ্রতিমা সেরূপ দেখনা চিনিতে পার কিনাপার ভাবিয়া॥ চিতান॥ আর সখী কহে চিনা নাহি যায় হর গৌরী দেখি বসিয়া। জয়া সখী কয় বহুরূপী হয় আমি জানি ভাল করিয়া॥ হইলে দশমী চিনে লও তুমি ছাড়িবে এবেশ মুরলী লাগিয়া॥ লুকাব রাধায় দেখাব তোমায় রাধা রাধা বলি বেড়াইবে শ্যাম ডাকিয়া॥ ১ ॥ ❀ ॥ টপ্পা॥ বদাবদে কাব নাই ঐ ব্রজের কানাই ও ধরিতে পারে অনেক রূপ বলিহারি যাই॥ ❀❀ ॥ কাম কলার দলের উত্তর সখীসংবাদ। রাগ তাল কবির॥ সখিরে ও লুকাইতে নারে বাঁকা নয়ন॥ ধুয়া॥ ❀ ॥ কোথা যোগী হর লম্পট নাগর দেখনা চাহনি খানি ভুরু কামান করিয়া গোপিনীর প্রাণ বধিছে নয়ন বাণ॥ চিতান ॥ নীল অঙ্গ ছটা নাহি যায় ঢাকা কিকরে সার চন্দন। পদতল চিহ্ন দেখ ভিন্ন ভিন্ন আগে দেখ্যাছ যেমন॥ শ্যামা সখী কয় শ্যাম ইচ্ছাময় নিতিনিতি রূপ নূতন ॥ নিত্য বৃন্দাবনে যুগলে লইয়া সদাকর কাল যাপন॥ ১ ॥ ❀❀ ॥ টপ্পা ॥ যত রূপ পারুক ধরুক তাহে নাহি ভাবনা। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা খানি কভু মনে ছেড়োনা। ॥ ❀ ॥ চন্দ্রাবলীর উক্তি বিরহ ॥ রাগিণী বেহাগ ॥ তাল কবির ॥ গোপিনীর প্রাণ মোমের সমান গলাইল সই বিরহ আগুন ॥ ধুয়া॥ কোথা বাতিকর অন্বেষণ কর মনসুত দিয়া করিবে গঠন ॥ চিতান ॥ দ্বিতীয় বিরহ দেহ করে দাহ নামানে শীতল কিনীর কিচন্দন। আর দিতেদিতে হয় দিগুণ॥ ১ ॥ ❀ ॥ টপ্পা। রাগিণী বেহাগ। তাল পশতো॥ বুঝি কামকলা সতী হইল বাঁশের মোতিঃ লাগীল যাইয়া মোতির যোড়া হইয়া সতীর পতি ॥ ❀ ॥ কামকলার উক্তি আগের বিরহের উত্তর॥ রাগিণী ঝিঝিট। তাল কবির॥ পরধন পাইয়া সেধন হারাইয়া কেনেকর এত খেদ। ধুয়া॥ ওহে চন্দ্রাবলী পরধনে কেলি। ইহার নিশ্চয়হয় একেদিনে সে ধনেতে বিচ্ছেদ॥ চিতান॥ তপে নিজধন কর উপার্জ্জন সেধনে বঞ্চিতনহিবে কিন্তু

মধুকর যদিহও তোর আসক কলির আসবে। দিবা নিশি যত ভৃঙ্গ যাতায়াত বিরহ মীলনে এভেদ ॥ ১ ॥ ❁ ॥ টপ্পা। রাগিণী ঝিঝট। তাল কবির ॥ সব কমলিনী প্রফুল্ল ধৈরযে থাক। একে একে মধু ভ্রমর খাইবে গুঞ্জরিয়া আসিতেছে ঐচায়্যা দেখ ॥❁॥ চন্দ্রাবলীর দলের খেউড়। রাগ তাল দক্ষিণি ॥ চন্দ্র বংশে জন্ম যার কলঙ্কে কিকরে তার ভোজন গোয়ালা ঘরে জাতি পাতি অতি। ধুয়া ॥❁॥ কুমারী সহিত পুন যেকরে পিরীত কামকলাকরে তারেপতি। সাবাস সাবাস ওলো সতি ॥ চিতান ॥ প্রতি অঙ্গে কুটিলতা কুটিল বরণ ধাতাহারে অষ্টবক্র মুনি যবে করে গতি। কাগা বগা পাখী মারি ভুলায় পরের নারী। তার সনে বিহার করে কামুকী যুবতি ॥ ১ ॥ ❁ ॥ টপ্পা। রাগ তাল ঐ। কামের কামিনী কাছে মানীর মান থাকেনা। জগৎ মালিক হয় তবু তারে করে জয় ব্রজের মাঝে সেই তামাসা দেখনা ॥ ❁—❁ ॥ কাম কলা সখীর উক্তি ॥ আগের কবির উত্তর ॥ রাগ তাল কবির ॥ গরজে সকলি সহিতে হয় কুলটার বাণী ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ যাবৎ নাজানে লোকে লোকে সতী বলে তাকে কেবা জানে ছিনাল কাহিনি ॥ চিতান ॥ অধো দেশ বাকী কার রাখিয়াছে ব্রজের নীলমণি। একে একে বল দেখি সত্য কথা ধনী ॥ যাচিয়া যৌবন দিয়া এখন কর ঠেস্বাখানি ॥ ১ ॥ ❁—❁ ॥ সখীসম্বাদঃ ॥ শুণ সখী কহ দেখি আমার উপায়ঃ প্রাণ নাথ প্রেম ভরে প্রাণ মোর যায়। দুখিনী সুখিনী হৈলনাঃ রসরাজ আজি আইলনা। বনঘন শোভন নানাঃ পিক কুহু কুহু শুণনা। মধুপুরী রহে হরি ভাবি নিশি দিনঃ গুণাধার সার হৈয়া এবে আমি গুণ হীনঃ কাল ভাব ভাবি কালী মোরে হেরনাঃ ভৃঙ্গ সঙ্গ ভাবি কীট ভৃঙ্গ দেখনা ॥ ১ ॥ রাধা মুখ দেখি দুখ পাইয়া মনেঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি হরি নাম লৈয়া সঘনেঃ রতি সখী কহে কেন নাম বলনাঃ নাম শ্যাম তনু মনু দুখ দলনা ॥ ২ ॥ উত্তরঃ। মোহন মোহিনী কেনে ভাব ভাবনাঃ ভব ভাবে ভাব যার তার তুমি ললনা। তবগুণ গণিয়া হরিঃ মধুপুর নারী পাসরিঃ আসিবেক বিবেককরিঃ সার সার শুণ সুন্দরী। জনযার গুণগণ জপি জয় পায়ঃ তার প্রাণপ্রিয়া তুমি তব দায় হায় হায়। বিপদ বিপদ পদ কেবল হরিঃ ভব পদ পদ তার জানে নাগরী ॥

॥ দহন দাহন গুণ নহে নব যোগঃ সুমন সুমন বাস নিশাকর কর যোগঃ রাধা রাধাপতি এইমত বিচারি। ভজক ভজিছে কহে সখী কুমারী ॥ ২ ॥ ॥ বিরহ ॥ তোমা বিনা নাথ কেআছে জগতেঃ অভাগিনী দুখিনীর মন সাধ পুরাতেঃ জানিয়া এখন নাহি দেহ কেনে দরশন। তব বিরহেতে মোর বাহিরায় এজীবন ॥ যুবতির মনো হারী শ্রীনন্দ কুমারঃ তাহার প্রিয়সী আমি শিরোমণি সবাকারঃ সেগরবে ধরণীতে নাথরে চরণঃ বিয়োগ দহনে তাহা তুমি করিলে দাহন ॥ ১ ॥ শ্যাম তব লীলামৃত যদিহে ধারঃ শুষ্ক লতা মনো পরি বর্ষে. বার বারঃ তাহাতে পরাণ পাই এই নিবেদনঃ রতি সখী কহে প্রেম ধন এই মত হন ॥ ২ ॥ উত্তরঃ ॥ তব প্রেম মাধুরী নাজানে জনেঃ জগত মোহন আমি মম মোহ সেগুণেঃ। এই কারণ রাধারাধা জপি সঘন। ইহাতে বিরহ প্রিয়া নাকরহ গণন ॥ রাধা নাথ বলি যদি আনাকে ডাকয়ঃ তাহার পশ্চাৎ থাকি বেদে ইহা সদা কয়ঃ তুমি আমি এক রূপ জানে যোগী গণঃ প্রেম রীত এইমত সদা বিরহ ভাবন ॥ ১ ॥ হৃদি তব রূপ ভাবি মুখে নাম লইঃ ইহাতে যতেক সুখ তাহাকব কোন ঠাঁইঃ কুমারী কহিছে হরি যেকোন কথনঃ ইহাতে বিযোগ দুখ মরিচীর জীবন ॥ ২ ॥ খেউড় ॥ শুণ মন দিয়া এক অপূর্ব কথনঃ রতি পতি কামদেব জানে ভুবনজনঃ রুদ্র কোপেতে কামদেহ দাহ সেহইতে। দৈব যোগে পুষ্পধনু কৃষ্ণ সুত হয়ঃ সম্বর হরিল তারে রিপুজানি পাইভয়ঃ পতিআশে সতী দাসীহৈল তার গৃহেতেঃ কৃষ্ণ পুত্র পতি পায় পুষ্ট কষ্ট যত্নেতে ॥ ১ ॥ এরতি ছাড়িয়া পতি ফিরি বনে বনঃ কৃষ্ণ পাদপদ্ম ধরি করিতেচায় রমণঃ কুমারী কহিছে ব্রজডুবিল পাপেতেঃ পতি পিতা সহ বধূ রমে কুঞ্জ পথেতে ॥ ২ ॥ উত্তরঃ ॥ এমাথুর দেশঃ অতি সুপুন্য বিশেষঃ যাহার পুণ্যের গুণ নাকহিতে পারে শেষ। সুসঙ্গ হইতে ফল বাড়িলেক বিধিমতে। ধর্মধ্বজা বান্ধি ফিরে কুমারী গুণিনী যাতে। ব্রজবাসী শুণকহি পুরাণ বাণীঃ কুন্তিনাম সুকুমারী সর্বজন বন্দিনীঃ সূর্য্য সঙ্গকৈল তার মন্ত্র পরীক্ষাতেঃ ততোধিক একুমারী গোপঅঙ্গ সঙ্গেতে ॥ ১ ॥ সত্যবতী নাম এককুমারী আছিলঃ পরাশর বল করি তার সঙ্গ করিলঃ একুমারী সদা চাহে গোপাল রমিতেঃ এআশ্রয়

রতি যাবে পর লোকেতে ॥ ২ ॥ সমাপ্তঃ ॥ টপ্পা ॥ রাগ তাল ঐ ॥ গোপী রমণ রাধা রমণ নাম হইল যার। তোদের যশের কথা বাকী নাহি আর। প্রতিঅঙ্গে ভঙ্গে কর রতি সুখসার ॥ ১ ॥ ❀ ॥ ইতি টপ্পা সাঙ্গ ॥ ❀ ॥ ❀ ॥ চরক সন্যাস লীলা ॥ তাল থিমা একতালা ॥ চৌপদি ॥ চৈত্রশেষে সন্যাস চরক ব্রত। গোপী মনে হইল উপস্থিত ॥ ১ ॥ বাণ ভক্ত লাগিয়া করিল সঞ্চার। ব্রজেতে গোপিনী করিল প্রচার ॥ ২ ॥ হিংসক জন্তুর মুখে বিন্ধি লোহা বাণ। উরু কুক্ষি ছেদি করে সুত্রাসন ॥ ৩ ॥ সেপশু নর তনু ধারণ করি। অদ্যাবধি বাণ ফোড়ে দেশভরি ॥ ৪ ॥ পাপীর শাসন জন্য হিতকারী। রচিল বাণের লীলা সহনারী ॥ ৫ ॥ নীল দেবে নীল পূজে ব্রজ গোপী। করিল প্রাণ মন তন সঁপি ॥ ৬ ॥ সন্যাসিনী বেত্র ছাটি করে ধরি। গলিত কেশে নাচে বলি হরি ॥ ৭ ॥ ফুল খেলে কাঁটা ভাঙ্গে দেয় ঝাঁপ। গাজনের মূল রাধার প্রতাপ ॥ ৮ ॥ হাটঘাট সন্যাস ফলতোলা। ফুল কাড়ান কৃষ্ণের পদে খেলা ॥ ৯ ॥ হরির মহিমা গায় তরজায়। শুণিয়া ভক্তের শ্রবণ জুড়ায় ॥ ১০ ॥ ❀ ॥ ত্রিপদি ॥ বাছিয়া বিশালশালঃ কাটিয়া তাহার ডালঃ মোচ বেড়ি খাকুই বনায়। বাঁশের বেড়ুঁড়ি বান্ধিঃ চরখি সহিত ছান্দিঃ এক মুখে ঝুলায় শিকায় ॥ ১১ ॥ আর দিগে প্রেম রসিঃ গোপিনী ঘুরায় কষিঃ শিকা মধ্যে বসি ব্রজরায়। কখন গোপিনী সঙ্গেঃ ঘুরিতেছে প্রেমরঙ্গেঃ ঢাক বাদ্যে ভুবন কাঁপায় ॥১২॥ তরজা পথ বন্ধন ॥ সন্যাসিনী। কোথা হইতে জন্ম তোর কোথায় বসত। কোনখানে যাবে তুমি কিবা তব মত ॥ ১ ॥ ইহার জবাব ॥ গোলোক বসতি ছাড়ি ব্রজ ভূমে আসি। স্বামীর লাগিয়া মোরা হইয়াছি সন্যাসী ॥ ১ ॥ হরি লাগি তপ করি এই মনো ব্রত। পথ কেন বন্ধ কর ছাড়হ ত্বরিত ॥ ২ ॥ ইহার জবাব ॥ নাজানি গোলোক কোথা কেবা তোর পতি। কুলটা করিয়া সংপথে করে গতি ॥ ১ ॥ কর শিরে ধুনা জ্বালে আলেয়ার মত। নাজান্যা ছাড়িতে নারি আর কব কত ॥ ইহার জবাব ॥ সঙ্গে সঙ্গে চল সবে যথা মোরা যাই। সাধু সঙ্গে চল যদি পাইবে গোসাঞি ॥ ১ ॥ তরজার অনেক ভাঁতি আমি কবকত। এসূত্র পড়িয়া বহু কহিবে ভকত ॥ ২ ॥ ❀ ॥ বৈশাখ মাসের লীলা আরম্ভ ॥ রাগ

ডাল যথারুচি ॥ বৈশাখমাসের লীলা দুর্লভ রচণ। গুপ্ত বৃন্দাবনে গোপী করিছে তন ॥ ১॥ নব নব পত্র দলে নিকুঞ্জ বেষ্টন। হারিল তপন তাপ দারুণ কিরণ॥ ॥ গোলাব সৌগন্ধি জলে সদাই সেচন। তারমধ্যে কেলিকরে মোহিনী মোহন ॥ ৩ ॥ সরোবর ঝিল মধ্যে কমল শোভন। ভ্রমর ভ্রমরী তাহে করে গুণ গুণ॥ ॥ নানা জাতি শ্বেত পুষ্প প্রফুল্ল সঘন। সুগন্ধে আমোদ করে আনন্দ কারণ॥ ॥ শত শত ফোহারাতে নীর বরিষণ। বাহির ভিতর কুঞ্জে শীতল জীবন॥ ৬ ॥ প্রতি কুঞ্জে নব শোভা নাহয় বর্ণন। গ্রীষ্ম হেমন্ত ঋতু হইল সৃজন ॥ ৭॥ অরগজা অষ্ট গন্ধ কর্পূর চন্দন। সকল গোপীর অঙ্গে বিচিত্র লেপন ॥ ৮ ॥ কেশর কস্তুরী আদি সুগন্ধ সুমন। মোহিনী মোহন অঙ্গেদিছে গোপীগণ ॥ ৯ ॥ সুচারু পালঙ্ক আর বহু সিংহাসন। প্রতি কুঞ্জে পুষ্প সহ করিল স্থাপন ॥ ১০॥ শীতল খাবার দ্রব্য তাহে অগণন। বলিতে তাহার নাম নাপারে বদন ॥ ১১ ॥ এক কৃষ্ণ বহু গোপী দুর্লভ মীলন। কিদিয়া উপমা দিব স্থির নহে মন ॥ ১২ ॥ ইতি কুঞ্জ রচনা সাঙ্গ ॥ বহু কুমুদিনী মধ্যে এক চন্দ্র মানি। অনেক কমল স্বামী এক দিন মণি ॥ ১৩ ॥ জগৎ জীবের প্রাণ একই পবন। ছত্রা ধিপ ধরা যেন কর য়ে পালন ॥ ১৪ ॥ ততো ধিক এক কৃষ্ণ বহু গোপী গণ। মনের মানস ধন্য করি ছে সঘন ॥ ১৫ ॥ মধুর ভারেতে ভরা সব গোপী অঙ্গ। এই মধু পানে মত্ত গোপী নাথ ভৃঙ্গ ॥ ১৬ ॥ উভয়তো নেত্র সুখী নীর ক্ষীরমত। জলে যেন স্নিগ্ধ গুণ রহে অবিরত ॥ ১৭॥ নয়ন পলকে তাহে করিছে ব্যজন। পুতলী তাহাতে রাজা লইছে সেবন ॥ ১৮ ॥ লাল নেত্র ডোরা শোভা বন্ধ কৈল শোভা। সরসিজ নেত্র বরে ভক্ত অলি লোভা ॥ ১৯ ॥ অথবা গোপিনী নেত্র সমূহ খঞ্জনী। যুগল খঞ্জন তাহে কৃষ্ণ নেত্র মানি ॥ ২০॥ দুই পক্ষ হ্রাস বৃদ্ধি নেত্র শশ ধরে। নিশি দিসি এই কেখি লোচন ভিতরে ॥ ২১ ॥ গোপী আখি চকোরিণী সদা সুধা পানে। অষ্ট যাম প্রেমে ভোরা কৃষ্ণ দরশনে ॥ ২২ ॥ উভয় বদনে বাঁশী কৌতুক সহিত। কৈ বল্য অধিক সুখ রসনে মীলিত ॥ ২৩ ॥ ভুজলতা কিশলয়ে সদাই জড়িত। ততো ধিক কৃষ্ণ সহ ভুজায় ললিত ॥ ২৪ ॥ অঙ্গ সঙ্গ রঙ্গ শোভা নূতন সঘনে

। কামিনী দামিনী জিনি রাজিত মোহনে ॥ ২৫ ॥ মাধবে মাধব লীলা লইয়া মাধবী । ধ্যান করি সুখী হও হেরয়া ঐছবি ॥ ২৬ ॥ নানা বিধ সিংহাসনে পুষ্পের রচন । কুসুমে রচিল বাটী নূতন নূতন ॥ ২৭ ॥ মাস ভরি পুষ্প লীলা সব বৃন্দাবন । তার মধ্যে বিরাজিত মোহিনী মোহন ॥ ২৮ ॥ এমাস বিরহ দুখ নাঘটে কখন । কৃষ্ণ প্রেমে দান ধ্যান করে গোপীগণ ॥ ২৯ ॥ ॥ গীত । রাগ বসন্ত । তাল আড়াতেতালা ॥ যূথে যূথে কোকিল করিছে ধ্বনিঃ প্রেমের কলিকা ফুটিল শুণি ॥ ধুয়া ॥॥ নবরসে গোপী তনমন সঁপি বিহার করিছে লই গুণ মণি । বিভৎস সৃঙ্গার অদ্ভুত বীর ভয়ানক রৌদ্র সাক্ষাৎ আপনি ॥ ১ ॥ শান্ত হাস্য লীলি করুণায় কেলি এই নবরসে মোহিত তরুণী । রসের কাণ্ডারী তুমিল রমণী ॥ ২ ॥ ইতি বৈশাখ মাসের লীলাসাঙ্গ ॥॥ জ্যৈষ্ঠ মাসের লীলা আরম্ভ ॥ রাগ তাল যথারুচি ॥ জ্যৈষ্ঠেতে ঘোষণাঃ শুণি বৃজাঙ্গনাঃ কাতর হইল প্রাণ মনে । অক্রূর আসিবেঃ কৃষ্ণ লৈয়াযাবেঃ মথুরাতে কংস বিদ্যমানে ॥১॥ শীতল কুঞ্জেতেঃ বসাইয়া নাথেঃ গোপী কহে মলিন বদনে । একি কথা শুণিঃ কহ প্রাণ মণিঃ বল গোপী বাঁচিবে কেমনে ॥ ২ ॥ বজ্র মেঘ বিনেঃ বধিব পতনেঃ শেষে এই ছিল তব মনে । বিলাপ রোদনেঃ বহিছে নয়নেঃ নবনদী হইলতখনে ॥৩॥ দেখিয়া বিস্ময়ঃ হৈল দয়া ময়ঃ এত দুখ আমার গমনে । করি মনে স্থিরঃ কর ধরি ধীরঃ বুঝাইছে প্রতি জনে জনে ॥ ৪ ॥ নাকর ভাবনাঃ পূরাব কামনাঃ সদাই থাকিব তব সনে । অক্রূর লইতেঃ আসিবে ত্বরিতেঃ কংসের বধের কারণে ॥ ৫ ॥ দ্বিতীয় রূপেতেঃ আমি যাব রথেঃ একরূপে থাকিব বৃন্দাবনে । এই নিত্য ধামঃ আমার বিশ্রামঃ বিচ্ছেদ নাহব কোন দিনে ॥ ৬ ॥ শান্ত হও মনেঃ আমার বচনেঃ কেলি কর শুণ সুলোচনে । এই বৃন্দাবনেঃ থাকি অন্তর্ধানেঃ করিব বিহার ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৭ ॥ ॥ গোপীর খেদ উক্তি ॥ রাগিণী পরজ । তাল আড়াতেতালা ॥ আমার মনের সাধি মনেতে রহিল । পূর্ব্বসুখ সরোবর ধারা শ্রাবণে সুখাইল ॥ ধুয়া ॥ বদন শ্রবণ আদিঃ মোরে দিয়াছিল বিধিঃ বৃথারে হইল তর সেবায় নালাগিল ॥১॥ চরণ পরশ মণিঃ স্পর্শে লোহা সোণামানিঃ দাসীর বাসনা কর্ম্ম দোষেনা পূরাইল ॥ ২ ॥ ॥

শান্তনের গীত ॥ রাগিণী গৌড়সারঙ্গ । তাল তেওট ॥ বিলাপ করিওনা ধনী আ মিহে তোমার ॥ ধুয়া ॥ বুঝিয়াছি তব মন বাকি নাহিআর ॥ চিতান ॥ নবধা ভ ক্তির পণেঃ কিনিয়াছ প্রাণমনেঃ তবেকেন ভাবহ অসার ॥১॥ নাহবে বিরহ জ্বালাঃ শুন সব ব্রজবালাঃ এইসার প্রতিজ্ঞা আমার ॥ ২ ॥৩॥ আষাঢ় মাসের লীলা আ রম্ভ ॥ ভবিষ্যৎ আজ্ঞা ॥ নিকুঞ্জ আষাঢ়েঃ বসিয়া নিগুঢ়েঃ পরাণের পতি । লীলা বৃন্দাবনঃ হইলপূরণঃ শুনহ সুমতি ॥ ১ ॥ ঋণ যশোদারঃ করিল উদ্ধারঃ ব্রজের ব সতি । এবেঅন্তর্ধানঃ লীলার বিধানঃ হইবে সঙ্গতি ॥ ২ ॥ আসি যুগকলিঃ ফুটি ভক্তিকলিঃ করি শুদ্ধমতি । লবে মোরনামঃ পাবে পূর্ণকামঃ হবে ভক্তিমতি ॥ ৩ ॥ আসি বহুনরঃ হইবে উদ্ধারঃ ব্রজে করিস্থিতি । শুন যুগকথাঃ যাতে যাবেব্যথাঃ কৃষ্ণে হবেরতি ॥ ৪ ॥৩॥ পয়ার ॥ তিনযুগ অবশেষে কলির পর্ত্তন । এইযুগে হবে সার আমার কীর্ত্তন ॥ ১ ॥ একাচার একনাম হইবে যখন । প্রকাশ হইব আমি আসিয়া তখন ॥ ২ ॥ মানবের দেহমধ্যে দোষগুণ যত । শুনহ তাহার স্থূল যাতে হিতাহিত ॥ ৩ ॥ প্রাণ মন শ্রুতি স্মৃতি ঘ্রাণ পরশন । শ্রদ্ধা দয়া জ্ঞান বুদ্ধি দৃষ্টি আদিগণ ॥ ৪ ॥ লোভ মোহ কাম ক্রোধ মাৎসর্য্য হিংসায় । মদ ভ্রম ভয় আশা কুচিন্তা আশ্রয় ॥ ৫ ॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রদ্ধা ঘৃণা দুর্ব্বল বলতা । আচার বিচার চেত নিদ্রা সহিষ্ণুতা ॥ ৬ ॥ শীতল গরম স্বাদু অম্ল মধুর । তিক্ত মিষ্ট ঝাল ক্ষার ইহা তে প্রচুর ॥ ৭ ॥ শব্দবাক্য ব্যথা জ্বালা প্রবৃত্তি নিবৃত্তি । দাহ মূর্চ্ছা চঞ্চলতা রোগে র প্রবৃত্তি ॥ ৮ ॥ রতি কাম বিষ্ঠা ক্রমি রোদন সুহাস । বমন গমন স্থির লুকান প্রকাশ ॥ ৯ ॥ সংযোগ বিয়োগ শান্তি বিশ্বাস বিনয় । কৃতঘ্ন অবিশ্বাস স্থাপ্য হ রণীয় ॥ ১০॥ অজীর্ণ বিভিন্ন শোক মরণ জীবন । তাড়ন যাতন প্রেম বিচ্ছেদ মিল ন ॥ ১১ ॥ গালি তালি মুচকান ভোজন চর্ব্বণ । মান অপমান দেশ অশুদ্ধ অজ্ঞান ॥ ১২ ॥ স্তোভক্ষোভ স্তুতি নিন্দা প্রবেশ ধারণ । জপতপ যজ্ঞ কর্ম্ম বিদ্যার সাধন ॥ ১৩ ॥ সুআনন্দ নিরানন্দ চিন্তারূপ জরা । এসকল দেহ মধ্যে রহিবেক ঘেরা ॥ ১৪ ॥ জীবের স্বভাব এই করিতে হইবে । অহঙ্কারে সদামত্ত কঠোর বলিবে ॥১৫॥ চারি ভাগ পৃথিবীর গণনা করিবে । পশ্চিমে বিলাত আখ্যা লোকেতে ঘুষিবে ॥

১৬ ॥ দক্ষিণেতে এফরিকা সকলে জানিবে । পূর্ব্বদিগে হিন্দু দেশ এসিয়া বলি বে ॥ ১৭ ॥ পৃষ্ঠ দেশে এমরিকে ধরা গোলাকার । আকাশে ঘুরিবে সদা তারা সহ কার ॥ ১৮ ॥ মধ্যেতে থাকিবে ভানু চাঁদ বেড়া তায় । উদয় অস্তের গুণে দিবা নিশি কয় ॥ ১৯ ॥ ষষ্টি দণ্ড দিবা নিশি এই ছোট দিন । বাড়িবে দেশের গুণে ছয় মাস দিন ॥ ২০ ॥ ঋতু ভেদে দিবা নিশি হবে ছোট বড় । নিধি সহ ধরা তা হে রহিবেক জড় ॥ ২১ ॥ বায়ু জল অগ্নি আর অসংখ্য আকাশ । ফের ফারে এ ইতত্ব ধরণীপ্রকাশ ॥ ২২ ॥ গোলবেড়ি নরলোক থাকিবে সদাই । এইভূমে চলি বেক কলির দোহাই ॥ ২৩ ॥ ভাল মন্দ স্বভাবেতে কাল কাটাইবে । জন্ম মৃত্যু সবাকার অবশ্য ঘটিবে ॥ ২৪ ॥ সহিত বসতি স্থান জীব বিবরণ । মন দিয়া এ ই কথা শুণ গোপী গণ ॥ ২৫॥ চারিভাগে দেশ জাতি হইবে পৃথক । আমারে ছা ড়িয়া দেবে পূজিবে অনেক ॥ ২৬ ॥ খাওয়া পরা কামআদি শরীর সেবন । নর পশু যানে জীব করিবে গমন ॥ ২৭ ॥ বড় ছোট মধ্যমেতে ধন অহংকার । এইম ত বহু রাজা হইবে প্রচার ॥ ২৮ ॥ অল্প ভূমি লাগি যুদ্ধ করি হবে নাশ । রাজা মারি রাজা হবে প্রজা পাবে ত্রাস ॥ ২৯ ॥ ঘটিবে বিষম রোগ হবে মহা মারী । আপদে ভজিবে মোরে বলিয়া শ্রীহরি ॥ ৩০ ॥ মমলীলা নাবুঝিয়া কুপথে চলিবে । পরদার দুষ্ট কর্ম্ম সঘনে করিবে ॥ ৩১ ॥ অসুর মরিয়া জীব জন্ম লবে যত । পৃথক পৃথক মত বলাবে সতত ॥ ৩২ ॥ করিতে জীবের ত্রাণ কিছুকাল পরে । সত্য না ম অবনিতে আসিবে সত্বরে ॥ ৩৩ ॥ চারি দেশে সত্য নাম হইবে প্রকাশ । কা টিবেক দুষ্ট জনে নাম চন্দ্র হাস ॥ ৩৪ ॥ উত্তরেতে লামা গুরু নানক পশ্চিমে । রাম শরণ নামে এক হবে পূর্ব্ব ধামে ॥ ৩৫ ॥ পুত্র রূপী অবতার হইবে দক্ষিণে । ইযুক্রাইষ্ট নাম তার রাখিবেক জনে ॥ ৩৬ ॥ তিন দেশী তিন পন্থ করিয়া মীল ন । ইযুকে সকলে তারা গণিবে প্রধান ॥ ৩৭ ॥ এইকালে মম নাম হইবে ঘোষণা । ইযু বিনা গতি নাই হইবে মন্ত্রণা ॥ ৩৮ ॥ দুষ্ট নাশি সুখ রাশি হইবে উদয় । এক জাতি একাচার হবে ধর্ম্মময় ॥ ৩৯ ॥ বহু গ্রন্থ সত্য প্রভু জানিতে নিশ্চয় । পাইবে পরম ভক্তি মজিয়া ইহায় ॥ ৪০ ॥ ধর্ম্মাত্মা সঙ্গেতে মেল হইবে যখন

। পবিত্র হইয়া তবে পাবে ভগবান ॥ ৪১ ॥ মথুরা দ্বারকা আদি লীলা ভবিষ্যৎ । বাহ্ রূপী হবে যত ঘুষিবে জগৎ ॥ ৪২ ॥ নিত্য রূপ রাধা গোপী রাখি নিজ সঙ্গে । অন্তর্ধান ব্রজলীলা আরম্ভ সুরঙ্গে ॥ ৪৩ ॥●॥ এইতক প্রভুর বৃন্দাবন লীলা সাঙ্গ ॥●॥ ভজনের গীত ॥ হেজীব অন্যদেবে আর পুজিওনা । দেবের ঈশ্বর কৃষ্ণ ক্রিয়াতে বুঝনা ॥ ১ ॥ ইন্দ্র আদিস্তবঃ সুরা সুরে জব্দঃ করিল যেজনা । দিবা নিশি প্রাণের সহিত তারে কর ভাবনা ॥ ১ ॥ জীবে গতি দিতেঃ আপনা চিনাতেঃ ধরা তলে অবতার । যেজন চিনিবেঃ সেজন তরিবেঃ আনে মুক্তি হওয়া ভার ॥ ১ ॥ বানাঘাতে মরিঃ ধর্ম্ম অধিকারীঃ ধর্ম্মেতে রহিতে কয় । পাপ করি ত্যাগঃ নামে অনুরাগঃ মনে হও কৃষ্ণময় ॥ ১ ॥ সৃজন অবধিঃ পাপী নিরবধিঃছাড়িতে অত্যন্ত ভার । কৃষ্ণে মতি রতিঃ দিলে দিবা রাতিঃ সবে পাইবে নিস্তার ॥ ১ ॥ কৃষ্ণ গুণ গানঃ কর সর্ব্বক্ষণঃ স্তুতি কর দোষ ক্ষমাইতে ॥ ১ ॥ প্রভুর জনম লয় জীবে দেখাইল । জীবের তারণে কারণ কেবল ॥ ১ ॥ কুচিন্তা করিয়া দূর ভাব পরকাল । এভবে নাহিক সুখ সদাই জঞ্জাল ॥ ১ ॥ দুখে সুখে কৃষ্ণ ভক্তিঃ আহ্লাদে করহ উক্তিঃ কৃষ্ণ গুণ কর গান ॥ ১ ॥ হেকৃষ্ণ হেকৃষ্ণ ক্ষম অপরাধ দূরকর মনের বিষাদ ॥ ১ ॥ অন্য দেব পূজা করহ নাশ । তব চরণে হউক উল্লাস । কৃষ্ণ বিনা যেন নাকহে রসনা ॥ ১ ॥ মম তনু তরিঃ তুমিহে কাণ্ডারীঃ তুফানে বাঁচাইয়া রাখনা ॥ ১ ॥ জীবের অজ্ঞানঃ হর ভগবানঃ দূর কর যম যাতনা ॥ ১ ॥ আদি অন্ত তুমিঃ তুমি অন্ত র্যামীঃ অকিঞ্চনে কর আপনা ॥ ১ ॥ ছাড়ি অন্য পূজা পাটঃ ধরক ভক্তির বাটঃ আত্মা রূপে জীবে দেও মন্ত্রণা ॥ ১ ॥ অতি ঘোরতর পাপঃ তাহাতে বিষম তাপঃ তোমাতে বিশ্বাস বিনা নাহবে মার্জ্জনা ॥ ১ ॥ পূর্ণ কর মোর কামঃ সর্ব্ব দেশে ঘুষি নামঃ তব নাম ঘুচাবে বেদনা ॥ ১ ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি বলি কাটাই সর্ব্বকাল । মন পশু রক্ষা হেতু তুমি হৈয়াছ রাখাল ॥ ১ ॥ প্রভু । রিপুকে করিলে মুক্তি সাক্ষী শিশু পাল । যাকর করুণা গুণে তুমিহে দয়াল ॥ ১ ॥ তব অন্তর্ধান পরে সবে পাব ত্রাণ । যেকরিবে দিবা নিশি তব গুণ গান ॥ ১ ॥ আমাহেন পাপী নাই এতিন ভুবনে । রক্ষ রক্ষ দীন নাথ ঈষদ ঈক্ষণে ॥ ১

॥ ইতি ভজন সাঙ্গ । বাহু রাধা কৃষ্ণ লীলা বৃন্দাবন হইতে দ্বারকা অবধি। রাগ তাল যথা রুচি । কার্ত্তিকের ত্রয়োদশী অক্রূর আইল । কৃষ্ণবল দেবে লই মথুরা চলিল ॥ ১॥ গোপিনী বিরহআদি বাহু লীলা যত । মাথুর মধুর গান রচিল ভকত ॥২॥ ভাগবতে একচল্লিশ অধ্যায় বিদিত । প্রভুরপ্রবেশ হইল মথুরা পিরীত ॥ ৩ ॥ কুবলয় মল্ল বধ কংসের নাশন । কুব্জাকে কৃপা কৈল প্রভু দয়া বান ॥ ৪ ॥ আর যত কংস গণ যুঝিল আসিয়া । করিল সকলি হত শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া ॥ ৫ ॥ কংসের শরীর দাহ যমুনার কূলে । বিশ্রাম মুক্তির ঘাট সর্ব্ব লোকে বলে ॥ ৬ ॥ পিতা মাতা তুষিলেন দুইভাই মীলি । উগ্র সেনে রাজা কৈল প্রিয় বাক্য বলি ॥ ৭ ॥ রোষ করি জরা সন্ধ অনেক কহিল । তাহার উচিত ফল তখনি পাইল ॥ ৮ ॥ মধুর বচনে হরি নন্দকে তুষিল । বৃন্দাবনে নন্দরায় আনন্দে চলিল ॥৯॥ এখানে সুদামা বাণী অতি মনোহর । রচিয়াছে ভক্তজন ইহার বিস্তার ॥ ১০ ॥ বিদায় করিয়া নন্দে সহ গোপ বাল । বসুদেব দৈবকীর নিকটে রহিল ॥ ১১ ॥ গর্গ মুনি আসিতথা যজ্ঞ সমাপিল । যজ্ঞ উপবীতআনি কৃষ্ণগলেদিল ॥ ১২ ॥ সান্দীপনি মুনিকাছে বিদ্যার লাগিয়া । সাধিল চৌষট্টি বিদ্যা দুজনে মিলিয়া ॥ ১৩ ॥ গুরু দক্ষিণার শোধ দিল পুত্র দানে । মরণে জীবন দেয় কেবা কৃষ্ণ বিনে ॥ ১৪ ॥ এখানে সাগরে কৈল শঙ্খাসুর নাশ । সেই শঙ্খ হাতে করি পরম উল্লাস ॥ ১৫ ॥ বাহু রূপা গোপী গণে তুষ্ট করিবারে । উদ্ধব চলিল তথা ধরি আজ্ঞা শিরে ॥ ১৬ ॥ গোপিনীর খেদ বাণী উদ্ধব শুণিয়া । ভক্তির পাইল বীজ জগৎ লাগিয়া ॥ ১৭ ॥ ভ্রমরা সুগীত নামইহার আখ্যান । দশমে হইবে বিজ্ঞ শুকের বচন ॥ ১৮ ॥ হস্তিনা পুরেতে অক্রূর করিল গমন । পূর্ব্বার্দ্ধ শ্রীকৃষ্ণ কথাহৈল সমাপন ॥১৯॥ জরাসন্ধ পরাজয় করিল শ্রীহরি । কালযবনের নাশ করিল মুরারি ॥ ২০ ॥ মুচুকুন্দে ত্রাণ করি দিলেন আনন্দ । দ্বারকায় বাস জন্য হইল সানন্দ ॥ ২১ ॥ ইতি মধ্যে বহু লীলা পুরাণে প্রচার । রুক্মিনী হরণ কথা অতি সুখসার ॥ ২২ ॥ প্রদ্যুম্ন জনম আর সম্বর ঘাতন । জাম্ববতী বিবাহিতা হইল তখন ॥ ২৩ ॥ শতধন্বা বধ কথা বিদিত জগতে । ইতি মধ্যে বহু লীলা করেণ শ্রীনাথে ॥ ২৪ ॥ ব্যোমা সুর বধ কৈল

অনায়াসে হরি। রুক্মিনীর মান লীলা কৌতুক লহরী ॥ ২৫ ॥ অনিরুদ্ধ বিবাহের কথা সুখোদয়। পুরাণ প্রমাণে জীব অদ্যা বধি গায় ॥ ২৬ ॥ ঊষার চরিত্র কথা অতি মনোরম। ত্রিষষ্টি অধ্যায় সাঙ্গ হৈল অনুপম ॥ ২৭ ॥ নৃগ রাজে মোক্ষ দিল প্রভু নারায়ণ। বলরাম লীলা কথা নূতন রচন ॥ ২৮ ॥ পৌণ্ড্রক মোচন কৈল দ্বিবিদ নিধন। সাম্বের বিবাহ কথা সুখের শ্রবণ ॥ ২৯ ॥ নারদের মায়ামোহ হইল শোধন। যুধিষ্ঠির নিবেদন হৈল আগমন ॥ ৩০ ॥ হস্তিনা পুরেতে প্রভু করিল গমন। বিস্তারিয়া এই কথা পুরাণে রচন ॥ ৩১ ॥ জরাসন্ধ বধ করি পুন আগ মন। সকল রাজার স্থানে করের গ্রহণ ॥ ৩২ ॥ শিশুপালে বধকরি পদে দিল স্থান। এহেন দয়াল প্রভু আছে কোন জন ॥ ৩৩ ॥ দুর্য্যোধন অভিমান অপূর্ব্ব কথন। শাল্ল অসুরের নাশ হিতের কারণ ॥ ৩৪ ॥ সূত বধ ধর্ম্ম কথা পুরাণে প্রমাণ। বলরাম তীর্থে যান ইহার কারণ ॥ ৩৫ ॥ সুদামা চরিত্র কথা গায় ভক্ত জন। কুরুক্ষেত্রে গমন করি গোপের সম্মান ॥ ৩৬ ॥ এই স্থানে বহু গোষ্ঠ সংখ্যা নাহিযার। কৃষ্ণের কৃপায় ভবে হৈয়াছে প্রচার ॥ ৩৭ ॥ বসুদেব যজ্ঞ কৈল অতুল সংসারে। শ্রীকৃষ্ণ সহায় যার প্রেম পুন্য জোরে ॥ ৩৮ ॥ দেবকীর ছয় পুত্র দিলেন আনিয়া। পূর্ণ্ণ ব্রহ্ম সনাতনে পূজিল জানিয়া ॥ ৩৯ ॥ সুভদ্রা হরণ আদি বহু লীলা করি। মিথিলা গমন কার্য্য করিল মুরারি ॥ ৪০ ॥ নরনারায়ণ লীলা নারদ সংবাদ। রুদ্র মোক্ষ বৃকা সুর করিলেন বধ ॥ ৪১ ॥ দ্বিজ কুমারের কথা হইল বিখ্যাত। দ্বারকা বিহার সার হইল সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥ শ্রীমৎ ভাগবতে কৃষ্ণ গুণ গান। দ্বিতীয় স্কন্দের কথা এসব আখ্যান ॥ ৪৩ ॥ জয়নারায়ণ দাস করে নিবেদন। বৃন্দাবন ছাড়ি মন নারও কখন ॥ ৪৪ ॥ নবতি অধ্যায় সাঙ্গ সুখের রচন। মম বুদ্ধি হীন বড় করিতে বর্ণন ॥ ৪৫ ॥ ইতি বাহ্য লীলা সাঙ্গ ॥ ❀ ॥ দশমস্কন্ধ মধ্যে কৃষ্ণের চরিত্র। এই কথা ত্রিভুবন করিবে পবিত্র ॥ ৪৬ ॥ ইতি শ্রীকরুণা নিধান বিলাস গান। বারশও একুইশ শালে হইল পূরণ ॥ ৪৭ ॥ এক শত চোয়ালিশ মাসে শ্রীকৃষ্ণ লীলা। নিজ বৃন্দাবনে হরি অনেক করিলা ॥ ১ ॥ তার মধ্যে স্থূল লীলা দ্বিশত তেত্রিশ। যথা শক্তি লিখিলাম শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশ ॥ ২ ॥ লিপির অনেক দো

য় করিতে শোধন। আশ্রয় কেবল মাত্র ভক্তের চরণ ॥ ৩ ॥ প্রতি দিনে নব লী
লা করিতে রচন। অসম্ভব আশা ছিল নাহৈল পূরণ ॥ ৪ ॥ তিন শত পঞ্চ ষষ্টি
একই বৎসরে। বার গুণে তেতালিশ শত আশী পূরে ॥ ৫ ॥ জনাজাত এই লী
লা রচ কবীশ্বরে। সূত্র মাত্র স্থূল লীলা পৃথিবী ভিতরে ॥ ৬ ॥ পাঁচ ভাব ছয় রস
নব ভক্তি সার। অন্তর্গত বহু লীলা নাহি পারাপার ॥ ৭ ॥ কিছু কাল মৃজা পুরে
করিয়া যাপন। কৃষ্ণ দাস বৈষ্ণবের সেবিল চরণ ॥ ৮ ॥ ভাগবত দ্বাদশস্কন্ধ করি
গান। ব্রজের ভাষাতে তাহা করিল রচন ॥ ৯ ॥ শ্রীমহাভারত ভাষা কাশী রাজে
কৈল। পঞ্চম বৎসরে তাহা পূরণ করিল ॥ ১০ ॥ সদস্য তাহাতে আমি নিযুক্ত র
হিল। বাঙ্গলাতে কাশী দাসী সংক্ষেপে কহিল ॥ ১১ ॥ স্বর্গ আরোহণ পর্ব্ব ধর্ম্মের
শাসন। শুণি তত্ত্ব মনে দুখী জয়নারায়ণ ॥ ১২ ॥ শ্রীউদিত নারায়ণ বারানস পতি
। ব্রজের ভাষায় সাঙ্গ করিলেন পুথি ॥ ১৩ ॥ জয় জয় ত্রিভুবনে হউক মঙ্গল।
রাজার মঙ্গল মাগি সদাই কুশল ॥ ১৪ ॥ মম বংশে কৃষ্ণ ভক্ত হও যেই জন। মা
ধুর্য্য সুখদ লীলা করিবে বর্ণন ॥ ১৫ ॥ এই পুথি মধ্যে যত থাকে চুক ভুল। করি
বে ইহার শুদ্ধ হয়্যা অনুকূল ॥ ১৬ ॥ ইতঃপর নিজ কর্ম্ম জন্ম আদি যত। ভার
তে আসিয়া আমি করিল সভত ॥ ১৭ ॥ বিশেষিয়া সব কথা লিখিব সকল। যা
হাতে জীবের কর্ম্ম জানিবা কৌশল ॥ ১৮ ॥ শত সাব ধান নীতি জীবের কারণ।
ভারতে ইহার মর্ম্ম হয়্যাছে রচন ॥ ১৯ ॥ ধর্ম্মাধর্ম্ম ধর্ম্ম শাস্ত্রে যতেক লিখন। জী
বের মঙ্গল জন্য সেসব বচন ॥ ২০ ॥ ভাগ্যবান সেই জন যেকরে পালন। অশ
ক্তে পতিত দশা সদাই ভোগন ॥ ২১ ॥ আমাতে আশ্চর্য্য বোধ বিকট ঘটিল
। নিষেধ কর্ম্মেতে সদা কাল কাটাইল ॥ ২২ ॥ যেজনে সুকর্ম্ম ঘটে প্রভু কৃপা মূল
। বুদ্ধিমত কহিলাম এইসার স্থূল ॥ ২৩ ॥ স্তুতি ॥ সত্য শুদ্ধ সর্ব্বাধার নিত্যানন্দ
রূপে। চৈতন্য বিহীন জনে তার কোন রূপে ॥ ১ ॥ ক্ষণে ক্ষণে লীলা জন্য ধর অব
তার। কর্ত্তা তুমি আউলিয়া সকলের সার ॥ ২ ॥ তুয়া অবতার হেতু কেবুঝিতে
পারে। লীলা সন্ধি আছে যত নাহি পড়ে ফেরে ॥ ৩ ॥ অনন্ত অপার শক্তি অচ্যু
ত তোমার। আত্মা তুমি বাচাতীত ব্রহ্মাণ্ডে সবার ॥ ৪ ॥ ইহাতে কিশক্তি প্রভু

করিতে স্তবন। ঈশের ঈশত্ব তুমি গায় বেদগণ ॥ ৫ ॥ উত্তম উজ্জ্বল তব শক্তির কিরণ। উহা হীনে তাহে মগ্ন সব ভক্তগণ ॥ ৬ ॥ ঋতু ঋজ ৯১হে পালক সকল। এক বীজ তুমি মাত্র জগতে অচল ॥ ৭ ॥ ঐশ্বর্য্য তোমার তুল্য তুল্যহে তোমাতে। ওক তুমি জড়া জড় দুয়ের জগতে ॥ ৮ ॥ ঔষধ ভবের রোগে তুয়া নাম সার। করুণা অপার নিধি অতি সুবিস্তার ॥ ৯ ॥ কল্পতরু নামতব কায় বিশ্বব্যাপী। কে জানিবে তার মর্ম্ম তুমি নানা রূপী ॥ ১০ ॥ খর্ব আমি খল মনে খোঁটা এজগতে। খাটি কর মম মন খণ্ডিয়া কৃপাতে ॥ ১১ ॥ গুণাতীত গুণাধার গুণে তুমি গণ্য। ঘোর অঘ নাশে তুয়া নাম হেবরেণ্য ॥ ১২ ॥ ঙত্রয় সদা বল করি মোর পর। চঞ্চল মনেরে দহে দেখ নিরন্তর ॥ ১৩ ॥ ছায়াধর জিনি তব পদ সুশীতল। জীবন জুড়াও মম তাহে দিয়া স্থল ॥ ১৪ ॥ ঝষ মত মোহে মগ্ন তোমারে ভুলিয়া। ঞবুদ্ধি দূরকর কাতরে হেরিয়া ॥ ১৫ ॥ টট্টার হয়্যাছি আমি সদ্বুদ্ধি হীনে। ঠদাতা তুমি ঠিক এই জানি মনে ॥ ১৬ ॥ ডাকিনী অজ্ঞান বল কর দূর প্রভু। ঢঙ্গ দোষ ঢাক ওহে ঢুণ্ডী পূজ্য বিভু ॥ ১৭ ॥ ণভক্তি দুই পথ তাহে কৈল রোধ। ত্বরিত তরণ হেতু তুমি মাত্র বোধ ॥ ১৮ ॥ তৃষ্ণা মাত্র তুয়া নাম তোয় পানে মম। তোমা বিনা তাহে তৃপ্ত ত্বরিতে কেক্ষম ॥ ১৯ ॥ থথে থথে বয়ো গত সদা করি মনে। দম্ভ ভয় দূরকর দয়া গুণে দীনে ॥ ২০ ॥ দয়া পারাবার তুমি দুরিত মোচন। দেবাধি দেবের পতি কারণ কারণ ॥ ২১ ॥ ধরণীতে তনুধরি সেবিতে তোমায়। নিশিৎ নিয়ম করি আইলাম হেতায় ॥ ২২ ॥ নবীন নরের কায় প্রাপ্তবান হয়্যা। পলাব কূপের হেন অজ্ঞানে মজিয়া ॥ ২৩ ॥ পরদারা পর ধনে লোলুপ সতত। পাপপঙ্কে অহর্নিশি আমিহে পতিত ॥ ২৪ ॥ ফলোদয় ভাবভাবি হয়্যাছি কাতর। বহুত বিনয়করি বিমোচন কর ॥ ২৫ ॥ ভগবান ভূতপতি পতিভয় হর। মনোলোহা তুয়া নাম স্পর্শে সোণা কর ॥ ২৬ ॥ যশো হীন যাতনায় যক্ষবৃত্তি লোভী। রক্ষা কর রম চিত্তে এই সদা লাভী ॥ ২৭ ॥ লক্ষ নহ ভূত মধ্যে লক্ষ মাত্র গুণে। বিশ্ব বীজ বীজ বিশ্ব পতি বলি গণে ॥ ২৮ ॥ শ্রবণে শ্রুবণ শক্তি শব্দের শব্দত্ব। ষট্পদ হৃদাম্বুজে ভক্তেতে যথার্থ ॥ ২৯ ॥ সকল সকল কারী সুগুপ্ত ভূতেতে।

সাক্ষাৎ সবার সদা সুপ্রকাশ মতে ॥ ৩০ ॥ হতচিত ক্রিয়া যত আমি এজগতে। হীনে হেরি অনুকূল হইবে ঝটিতে ॥ ৩১ ॥ ক্ষমা কর ক্ষমা কর ক্ষীণে এইবার। দেহি মতি তুয়া পদ সরোজে আমার ॥ ৩২ ॥ সাঙ্গ ॥ ● ॥ অথ নির্গুণ ব্রহ্ম নিরূপণং ॥ একাদশস্কন্ধে নিমিরাজাকে পিপ্পলায়ন কহিতেছেন। স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয় হেতুরহেতুরস্যযৎস্বপ্ন জাগর সুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ। দেহেন্দ্রিয়া সুহৃদয়ানিচরন্তি যেন সংজীবিতানি তদবৈহি পরং নরেন্দ্র ॥ ৩৫ ॥ নৈতন্মনো বিশতি বাগুত চক্ষু রাত্মা প্রাণেন্দ্রিয়াণিচ যথানল মর্চ্চিষঃস্বাঃ। শব্দোপি বোধক নিষেধ তয়াত্ম মূল মর্থোক্ত মাহযদৃতে ননিষেধ সিদ্ধিঃ ॥ ৩৬ ॥ শ্লোকঃ ॥ ইহার অর্থঃ। জগতের উৎপত্তি পালন নাশ যাহাহৈতে হয় যাহার কেহ কারণ নাই জাগরণে নিদ্রাতে সুষুপ্তিতে বাহিরে অন্তরে দেহ ইন্দ্রিয়াদিতে যাহার সত্তা থাকে যাহার সত্তা হইতে দেহাদি স্বকার্য্যে প্রবর্ত্ত হয় বাঁচিয়া থাকে তাহাকে পরম কর্ত্তা ব্রহ্ম জানিবে হেনরেন্দ্র ॥ ৩৫ ॥ মন বাক্য চক্ষু জীবাত্মা প্রাণ ইন্দ্রিয়াদি যাহাকে জানেননা বেদ নিষেধ বিধি পূর্ব্বক কহিতে পারেণনা সকলের নাশ হৈলে যেবস্তু থাকেন সেই নির্গুণ ব্রহ্ম ॥ ৩৬ ॥ নির্গুণ ব্রহ্ম নিত্য নিত্য লীলা কারণ অপ্রাকৃত সগুণঃ শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ গোলোক বাসী সর্ব্ব শ্রেষ্ঠঃ ॥ শ্রুতিঃ ব্রহ্মসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতাদি সর্ব্বশাস্ত্র প্রমাণ লিখি ॥ ● ॥ সচ্চিদানন্দ রূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্ট কারিণে। নমো বেদান্ত বেদ্যায় গুরবে বুদ্ধি সাক্ষিণে ॥ ১ ॥ কৃষ্ণং বৈপরমং দৈবতং সকলং পরং ব্রহ্মৈবতৎ যোঁ ধ্যায়তি রসতি ভজতি স্মোহংমৃতো ভবতি সোহংমৃতো ভবতীতি ॥ ২ ॥ যোহসৌ পরব্রহ্ম গোপালো মথুরা মণ্ডলে সহস্র দল পদ্মে বৃন্দাবনে ষোড়শ দলে শ্যামঃ পীতাম্বরো বেণু বেত্র হস্তো সগুণঃ সচেষ্টো রাজতে যোসৌ সৌর্য্যে তিষ্ঠতি যোসৌ গোপান্ পালয়তি সর্ব্বান্ পালয়তি সমকল্পণোহং পরময়া স্তুত্যাতং তোষয়ামি ॥ ৩ ॥ একোবশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণঈড্য একোপিসন্ বহুধা যোবিভাতি। তং পীঠস্থং যেযজন্তি ধীরাস্তেষাং সিদ্ধিঃ শাশ্বতি নেতরেষাং ॥ ৪ ॥ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণ মুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবা বতিষ্ঠতে ॥ ৫ ॥ বিজ্ঞান মানন্দং ব্রহ্মআনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বন্ নবিভেতিকদাচন ॥ ৬ ॥ যঃসর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বস্য

বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সবিশ্বকৃৎ ॥ ৭ ॥ অথাত আদেশো নেতি নেতি নহ্যে তস্মা দিতি নহ্যেতস্মাৎ পরমিতি ॥ ৮ ॥ শ্রীব্রহ্ম সংহিতা প্রমাণং লিখ্যতে। ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্ব কারণ কারণং ॥ অথ তেপেসসুচিরং প্রীণন্ গোবিন্দ মব্যয়ং। শ্বেত দ্বীপপতিং কৃষ্ণং গোকুলস্থং পরাৎপরং ॥ ❁ ॥ ভূমিশ্চিন্তামণিস্তত্র কর্ণিকারে মহাসনে। সমাসীনং চিদানন্দং জ্যোতী রূপং সনাতনং ॥ ❁ ॥ শব্দ ব্রহ্মময়ং বেণুং বাদয়ন্তং মুখাম্বুজে। বিলাসিনী গণবৃতং স্বৈঃস্বৈরংশৈরভিষ্টুতং ॥ ❁ ॥ অদ্বৈত মচ্যুত মনন্ত মনাদি রূপ মাদ্যং পুরাণ পুরুষং নবযৌবনাঢ্যং। বেদেষু দুর্ল্লভ মদুর্লভ মাত্ম ভক্তৌ গোবিন্দ মাদি পুরুষং তমহন্তজামি ॥ ❁ ॥ একোপ্যসৌরচয়িতুং জগদণ্ড কোটীং যচ্ছক্তি রস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ। অণ্ডান্তর স্থ পরমানু চয়ান্তরস্থং গোবিন্দ মাদিপুরুষং তমহন্তজামি ॥ ❁ ॥ যদ্ভাব ভাবিত ধিয়ো মনুজাস্তথৈব সংপ্রাপ্য রূপ মহিমাসনযান ভূষাঃ। সূক্তৈর্যমেব নিগম প্রথিতৈঃস্তুবন্তি গোবিন্দ মাদিপুরুষং তমহন্তজামি ॥ ❁ ॥ রামাদি মূর্ত্তিষু কলা নিয়মেন তিষ্ঠন্নানা বতারম করোদ্ভুবনেষুকিন্তু কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমানযো গোবিন্দ মাদি পুরুষং তমহন্তজামি ॥ ❁ ॥ যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড কোটি কোটিষ্ব শেষ বসুধাদি বিভূতি ভিন্নং। তদ্ব্রহ্ম নিস্কলমনন্ত মশেষ ভূতং গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহন্তজামি ॥ ❁ ॥ মায়া হি যস্য জগদণ্ড শতা নিসূতে ত্রৈগুণ্য তদ্বিষয়বেদ বিতায় মানা। সত্ত্বা বলম্বি পরসত্ত্ব বিশুদ্ধ সত্বং গোবিন্দ মাদি পুরুষং তমহন্তজামি ॥ ❁ ॥ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধন শক্তি রেকাছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা। ইচ্ছানু রূপ মপি যস্যচ চেষ্টতেসা গোবিন্দ মাদি পুরুষং তমহন্তজামি ॥ ❁ ॥ যস্যৈকনিঃশ্বসিতকাল মথা বলম্ব্য জীবন্তি লোম বিলজা জগদণ্ড নাথাঃ। বিষ্ণুর্মহান্ সইহযস্য কলা বিশেষো গোবিন্দ মাদি পুরুষং তমহন্তজামি ॥ ❁ ॥ ভাস্বান্ যথা শ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকট য়ত্যপিত দ্বদত্র। ব্রহ্মা যএব জগদণ্ড বিধান কর্ত্তা গোবিন্দ মাদি পুরুষং তমহন্তজামি ॥ ❁ ॥ যৎপাদ পল্লব যুগং বিনিধায় কুম্ভ দ্বন্দ্বে প্রণাম সময়ে সগণাধি রাজঃ। বিঘ্নানিহন্তু মলমস্তি জগত্রয়স্য গোবিন্দ

মাদি পুরুষং তমহস্তুজামি ॥ ● ॥ অগ্নির্মহী গগণমম্বু মরুদ্দিশশ্চ কালস্তথাত্মমন
সীতি জগত্রয়ানি। যস্মাড্ভবন্তি বিভবন্তি বিশন্তিযঞ্চ গোবিন্দ মাদিপুরুষং তমহ
স্তুজামি ॥ ● ॥ যচ্চক্ষুরেবসবিতা সকলগ্রহাণাংরাজা সমস্তসুরমূর্ত্তিরশেষতেজাঃ
। যস্যাজ্ঞয়াভ্রমতি সম্ভৃত কালচক্রে গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহস্তুজামি ॥ ● ॥
ধর্ম্মোথ পাপনিচয়ঃ শ্রুতয়স্তপাংসি ব্রহ্মাদি কীটপতগাবধযশ্চ জীবাঃ। যদ্দত্তমাত্র
বিভবপ্রকট প্রভাবা গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহস্তুজামি ॥ ● ॥ যস্ত্বিন্দ্রগোপ মথ
বেন্দ্রমহোস্বকর্ম বন্ধানুরূপ ফলভাজন মাতনোতি। কর্ম্মাণি নির্দহতি কিন্তুচভক্তি
ভাজাং গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহস্তুজামি ॥ ● ॥ ইতিসাঙ্গ ॥ শ্রীভাগবতে নৌ
মীড্যতেংভ্রবপুষে তড়িদম্বরায় গুঞ্জাবতং সপরিপিচ্ছল সন্মুখায়। বন্যস্রজেকবল
বেত্রবিষাণবেণুলক্ষশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায় ॥ ● ॥ অস্যাপি দেববপুষোমদনু
গ্রহস্যস্বেচ্ছাময়স্য নতুভূতময়স্য কোপি। নেশেমহিত্ব বসিতুং মনসান্তরেণ সা
ক্ষাত্তবৈবকি মুতাত্ম সুখানুভূতেঃ ॥ ● ॥ পুরেহভূমন বহবোপি যোগিনস্ত্বয্যর্পি
তেহানিজ কর্মলব্ধয়া। প্রবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপলব্ধয়া প্রপেদিরেঞ্জোচ্যুততে গতিং
পরাং ॥ ● ॥ তথাপি ভূমন্ মহিমা গুণস্যতে বিবোদ্ধু মর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ। অ
বিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদ রূপতোহ্যনন্য বুদ্ধ্যাত্ম তয়ানচান্যথা ॥ ● ॥ গুণাত্মনস্তে
পি গুণান্ বিমাতুং হিতাবতীর্ণস্যকঈশিরেস্য। কালেনযৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ
র্ভূপাংশবঃখেমিহি কাদ্যু ভাসঃ ॥ ● ॥ পশ্যেশমেংনার্য্যমনন্ত আদ্যে পরাবরে
ত্বয্যপি মায়িমায়িনি। মায়াং বিতত্যে ক্ষিতুমাত্মবৈভবংহ্যহংকিযানৈ চ্ছমিবার্চি
রগ্নৌ ॥ ● ॥ ক্বাহংতমো মহদহংখচরাগ্নিবার্ভূ সংবেষ্টিতা ণ্ডঘট সপ্তবিতস্তিকা
য়ঃ। ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ড পরাণুচর্য্যাবাতাধ্বরোম বিবরস্য চতেমহিত্বং ॥ ● ॥
অজানতাং ত্বৎপদবী মনাত্মন্যাত্মাত্মনাভাসিবিতত্যমায়াং। সৃষ্টা বিবাহং জগ
তো বিধানইবত্ব মেযোন্তইব ত্রিনেত্রঃ ॥ ● ॥ কোবেত্তি ভূমন ভগবন্পরাত্মন্ যো
গেশ্বরোতীর্ভবত স্ত্রিলোক্যাং। ক্বাহোকথংবা কতিবাকদেতি বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি
যোগমায়াং ॥ ● ॥ একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ
। নিত্যোহক্ষরোহজস্র সুখো নিরঞ্জনঃ পূর্ণো দ্বয়ো মুক্ত উপাধিতো মৃতঃ ॥ ● ॥

এবংবিধং ত্বাং সকলাত্মনামপি স্বাত্মানমা আত্মতয়া বিচক্ষতে। গুর্ব্বর্কলব্ধোপনিষৎ সুচক্ষুষা যেতেতরন্তীব ভবানৃতাম্বুধিং ॥ ❁ ॥ ত্বামাত্মানং পরং মত্বা পরমাত্মান মেবচ। আত্মা পুনর্বহির্ম্মৃগ্য অহোঽজ্ঞজনাজ্ঞতা ॥ ❁ ॥ অথাপিতে দেব পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদ লেশানু গৃহীত এবহি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো নচান্য একোপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ ❁ ॥ সর্ব্বেষা মপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ। ইতরেপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভ তয়ৈর্ব্বহি ॥ ❁ ॥ তদ্রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃস্বস্বকাত্মনি দেহিনাং। নতথা মমতা লম্বি পুত্র বিত্ত গৃহাদিষু। তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষম মপিদেহিনাং। তদর্থমেবসকলং জগদেতচ্চরাচরং ॥ ❁ ॥ কৃষ্ণমেব মবেহিত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং। জগদ্ধিতায় সোপ্যত্র দেহীবভাতিমায়য়া ॥ ❁ ॥ বস্তুতো জানতামত্রকৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণুচ। ভগবদ্রূপমখিলংনান্যদ্বস্তীহ কিঞ্চন ॥ ❁ ॥ সর্ব্বেষামপিবস্তুনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ। তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমত দ্বস্তু রূপ্যতাং ॥ ❁ ॥ সমাশ্রিতা যেপদ পল্লবপ্লবং মহৎ পদং পুণ্যযশোমুরারেঃ। ভবাম্বুধির্ব্বৎসপদংপরং পদং পদং পদং যদ্বিপদাংনতেষাং ॥ ❁ ॥ কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং, সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈর্য জন্তিহি সুমেধসঃ। ধ্যেয়ং সদাপরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যং। ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং বন্দে মহাপুরুষতে চরণার বিন্দং ॥ অথাত আনন্দ দুঘং পদাম্বুজং হংসাশ্রয়েরম্নরবিন্দ লোচন। সুখংনুবিশ্বেশ্বর যোগ কর্ম্মভিস্তন্মায়য়ামীবিহতানমানিনঃ ॥ ❁ ॥ গারুড়েরুদ্রং প্রতিশ্রীকৃষ্ণ বাক্যং। শৃণু রুদ্র প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মণাচসুরৈঃ সহ। অহং হিদেবো দেবাণাং সর্ব্বলোকে শ্বরে শ্বরঃ। অহং ধ্যেযশ্চ পূজ্যশ্চ স্তুত্যোহং স্তুতিভিঃ সুরৈঃ। সর্ব্বাত্মানং হ্যহং শম্ভো ব্রহ্মাত্মান মহং শিবঃ। মহাভারতে। ভগবানপি গোবিন্দঃ কীর্ত্ত্যতেত্রসনাতনঃ। শাশ্বতং ব্রহ্মপরমং যোগিধ্যেয়ং নিরন্তরং ॥ ❁ ॥ বিষ্ণু পুরাণে। যদোর্বং শং নরঃ শ্রুত্বা সর্ব্ব পাপৈঃ প্রমুচ্যতে। যত্রাবতীর্ণঃ কৃষ্ণাখ্যঃ পরব্রহ্ম নরাকৃতিঃ। শ্রীপদ্ম পুরাণে। যশোদা নন্দনঃ কৃষ্ণঃ পূর্ণব্রহ্মে তিগীয়তে। অস্যৈবপরমং রূপং য়োগিধ্যেয়ং নিরঞ্জনং ॥ ❁ ॥ বিষ্ণু পুরাণে। কৃষ্ণঃ কমলপ ত্রাক্ষঃ সর্ব্বা রাধ্যঃ পরাৎ পরঃ। নরাকৃতিঃ পরব্রহ্ম সর্ব্ব দেবৈঃ

প্রপূজিতঃ ॥ ❁ ॥ নারদীয়ে। গোবিন্দং রাধিকা কান্তং পরং ব্রহ্মবিদুর্বুধাঃ। প্রধান পুরুষা দীনাং কারণং মুক্তিদং পরং ॥ ❁ ॥ গারুড়ে। বৃন্দাবন বিহারী শ্রীকৃষ্ণো ব্রহ্ম ইতি স্মৃতঃ। ব্রহ্মাদি দেব দেবেশঃ পুন্য শ্রবণ কীর্ত্তনঃ ॥ ❁ ॥ বারাহে। রাস মণ্ডলমধ্যস্থং কৃষ্ণং গোপাল রূপিণং। সাক্ষাৎ পরাৎ পরং ব্রহ্ম রাধা যুক্তং নমাম্যহং ॥ ❁ ॥ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে। যস্যস্মরণ মাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ। ব্রহ্মণস্তস্য কৃষ্ণস্য দাসাঃ সর্ব্বে বয়ং কিল ॥ ❁ ॥ ব্রহ্ম বৈবর্ত্তে। রাধিকা চিত্ত চৌরশ্চ রাধা প্রাণাধিকঃ প্রভুঃ। পরি পূর্ণ্ত তমং ব্রহ্ম গোবিন্দো গরুড় ধ্বজঃ ॥ ❁ ॥ মার্কণ্ডেয়ে। সর্ব্বেষামপি দেবানাং কৃষ্ণঃ পূজ্যতমঃ স্মৃতঃ। যতো ব্রহ্মৈক নিলয় স্ততো ভক্ত্যা ভজামতং ॥ ❁ ॥ ভবিষ্যে। গোবর্দ্ধন ধরো রাম শ্রীদামাদি গণৈর্যুতঃ। রাধাপ্রাণ পতিঃ সাক্ষাৎ পর ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে ॥ ❁ ॥ বামনে। অবতারাহ্য সংখ্যেয়াঃ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। ব্রহ্মভূতস্য জীবস্য সর্ব্বেষাং ক্ষেমকারিণঃ ॥ ❁ ॥ ব্রাহ্ম্যে। সংসার সর্প দষ্টানাং ভেষজং পরমং বিদুঃ। কৃষ্ণ ব্রহ্ম পদাম্ভোজ ধৌত তোয়ং নসংশয়ঃ। মাৎস্যে। নমস্তে ব্রহ্ম রূপায় কৃষ্ণায়া কুণ্ঠ মেধসে। যন্মায়া মোহিত ধিয়ো ভ্রমামঃ কর্ম বর্ত্ম সু ॥ ❁ ॥ কৌর্ম্ম্যে। সাগ্রজং যমুনাতীরে ক্রীড়ন্তং ব্রহ্ম রূপিণং। কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা নমস্কৃত্য লেভে নন্তসুখং মুনিঃ ॥ ❁ ॥ লৈঙ্গে। ক্রীড়ন্তং বালকৈঃ সার্দ্ধং কৃষ্ণং ব্রহ্ম পরাৎ পরং। তং দৃষ্ট্বা নারদো ভ্যেত্য প্রণমে ভুবি বিস্তৃতঃ ॥ ❁ ॥ শৈবে। শ্রীকৃষ্ণং পরমং ব্রহ্মযে বিদু স্তেতু সাধবঃ। তেষাং পাদাভি ষেকাপঃ পুনন্তি ভুবন ত্রয়ং ॥ ❁ ॥ স্কান্দে। যেবদন্তি পরব্রহ্ম কৃষ্ণস্য ভৌতিকীং তনুং। তেষাং পাপ পরাণাং হিসঙ্গং কার্য্যং নচোত্তমৈঃ ॥ ❁ ॥ স্কান্দে। কৃষ্ণস্য ব্রহ্ম রূপস্যবিদুর্ভূতোদ্ভবাং তনুং। যেতেনরকমা শ্রিত্য সেবন্তেযমপীড়নং ॥ ❁ ॥ আগ্নেয়ে। সর্ব্বদা কুঞ্জ মধ্যেতু ক্রীড়ন্তং ব্রহ্ম রূপিণং। কৃষ্ণং ধ্যাত্বা নরোযাতি তদ্ধাম পরমং শুভং ॥ ❁ ॥ কালীপুরাণে। ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ কৃষ্ণ ব্রহ্ম গোকুল মাগতঃ। রেমেস্ত্রীরত্ন মধ্যস্থঃ কোটি কন্দর্প সুন্দরঃ ॥ ❁ ॥ ধ্যায়ন্ কৃষ্ণ পদাম্ভোজং সংসৃতে র্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ। সর্ব্বদেবার্চ্চিতং পদ্মধ্বজাদি চিহ্নিতংমহৎ ॥ ❁ ॥ যস্য বৃন্দাবনস্থানাং বৃক্ষাদীনাং প্রপূজনাৎ। লোকেস্মিন্ পরমানন্দং ভুক্ত্বান্তে

মুক্তিমাপ্নুয়াৎ ॥ ❀ ॥ রাসোল্লাসতন্ত্রে। রাধা কৃষ্ণঃ পরব্রহ্ম প্রকৃতিঃ পুরুষোত্তমঃ। ধ্যায়তে যোগিভির্নিত্যং রাধা কৃষ্ণাত্মকং জগৎ ॥ ❀ ॥ সংমোহন তন্ত্রে। গোপ গোপী সমা যুক্তঃ কৃষ্ণোব্রহ্মেতি শব্দ্যতে। বৈষ্ণবৈ র্ব্রহ্ম চিদ্রূপৈঃ সর্ব্বৈশ্চতত্ত্ব বাদিভিঃ ॥ ❀ ॥ গৌতমী য়তন্ত্রে। বিদগ্ধ গোপাল বিলাসিনীনাং সম্ভোগচিহ্নাঙ্কিত সর্ব্ব গাত্রং। পবিত্র মাম্নায় গিরাম গম্যং ব্রহ্ম প্রপদ্যে নবনীতচৌরং ॥ ❀ ॥ ।শ্রীসনৎ কুমার পুরাণে। গোপ গোপী গবাবীতং সুরদ্রুমতলাশ্রিতং। সর্ব্ব সম্পৎ সমাযুক্তং গোবিন্দং ব্রহ্মরূপিণং ॥ ১ ॥ নন্দিকেশ্বরে। লোকা ভিরামং নয়নাভি রামং মনোভিরামং ত্রিদশাভিরামং। মনোবচো বেদ গণৈরনুক্তং ব্রহ্মপ্রপদ্যে জলদোত্তমাভং ॥ ২ ॥ নারসিংহে। পীতাম্বরং বেদগুহ্যং বৃন্দারণ্যপুরন্দরং। দেবদেবাদি কর্ত্তারং কৃষ্ণব্রহ্মনতোস্ম্যহং ॥ ৩ ॥ শিবধর্ম্মে। অনন্তরূপমব্যক্তং সর্ব্বলোকেশ্বরে শ্বরং রাধাপতিং গোপরূপং ব্রহ্মাখ্যং শরণম্ব্রজে ॥ ৪ ॥ দুর্ব্বাসাপুরাণে। নারদাদ্যৈর্ম্মুনিশ্রেষ্ঠৈর্ব্বেদশাস্ত্র বিশারদৈঃ। স্তবাতীত মহং বন্দে গোবিন্দং ব্রহ্মরূপিণং ॥ ৫ ॥ কাপিলে। যস্যনামানি গৃহ্নাতি দেবদেবেশ্বরোহরঃ। বন্দেতং পরমানন্দং ব্রহ্মাখ্যং প্রমদাবৃতং ॥ ৬ ॥ মানবপুরাণে। রাসোৎ সবং প্রেমবদ্ধং বৃন্দারণ্য পুরন্দরং। সর্ব্বেষামেবমীশানং ব্রহ্মজ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ৭ ॥ শুক্রপুরাণে। নশ্বরেস্বিহভূতেষু অবিনাশিন মদ্ভুতং। আত্মানং বেত্তিযোজন্তুর্গোবিন্দং তংনতোস্ম্যহং ॥ ৮ ॥ বারুণ পুরাণে। সচ্চিদা নন্দ রূপোসৌ গোপালো ব্রহ্মরূপধৃক্। জ্ঞাত্বেতিযোভজেজ্জন্তুঃসভবেন্মুক্তিভাজনঃ ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ॥ ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাটবী পুরী। যত্রাবতীর্ণঃ কৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্ম নরাকৃতিঃ ॥ ১০ ॥ কালীপুরাণে। যস্যপাদরজোব্রহ্মন্ শিরোধার্য্যং ত্রিলোকপৈঃ। তং কৃষ্ণং পরমং ব্রহ্মভজন্তি ব্রহ্মবিত্তমাঃ ॥ ১১ ॥ বশিষ্ঠ পুরাণে। গোলোকে নিত্য রূপোসৌ ব্রহ্মাদীনাং মহাপ্রভুঃ। ব্রহ্মৈকধাম গোবিন্দো রাজতে রাধয়াসহ ॥ ১২ ॥ মহেশপুরাণে। গোপী বৃন্দে রাজতে রাস গোষ্ঠ্যাং ব্রহ্মজ্যোতি র্নির্গুণো নির্ব্বিকারঃ। বৃন্দারণ্যে নৃত্য গীতাদি যুক্তঃ সেব্যঃ সর্ব্বৈর্দ্দেব বৃন্দৈর ভীক্ষ্ণং ॥ ১৩ ॥ সাম্ব পুরাণে। আশাপাশৈর্নিবদ্ধোহং কথং বিন্দামিতৎ পদং। যত্রাবতীর্ণঃ কৃষ্ণাখ্যপর

ব্রহ্ম নরাকৃতিঃ ॥ ১৪ ॥ সৌরপুরাণে। নাহং সাম্রাজ্যমাকাংক্ষে আনন্ত্যম্বা হরেঃ পদং। ব্রহ্মৈকধাম কৃষ্ণস্য পাদরেণুং বহাম্যহো ॥ ১৫ ॥ পরাশর পুরাণে। কর্ম ভির্ভ্রাম্যমানোহং নপশ্যাম্যন্য দৈবতং। ঋতে কৃষ্ণপদাম্ভোজং ব্রহ্মবেত্তা নির ন্তরং ॥ ১৬ ॥ মারীচ পুরাণে। সর্ব্বসাধনহীনোপি শ্রীকৃষ্ণ ভাব যন্ত্রিতঃ। বিভাব্য ব্রহ্ম রূপংহি পর ব্রহ্মাভি গচ্ছতি ॥ ১৭ ॥ ভার্গব পুরাণে ॥ সৌন্দর্য্যে মোহন করে গোবিন্দ স্যমহাত্মনঃ। ব্রহ্মণঃ পরমাবেশ্য মনো মুক্তিমবাপ্নু য়াৎ ॥ ১৮ ॥ বেদাগম তন্ত্র মধ্যে সার হরি নাম। স্মরণ মননে লাভ প্রেম ভক্তি কাম ॥ ২৪ ॥ ভক্তের প্রমোদ জন্য পঞ্চাশ বর্ণেতে। বিরচিত শক্তি মত স্তুন সুধাযুতে ॥ ২৫ ॥ অষ্টম মঙ্গলা নাম রাখিল ইহার। সুর তাল মানে গান কর অনিবার ॥ ২৬ ॥ গীত ॥ রাগিণী মোলতাণ ॥ তাল একতালা ॥ অচ্যুত কেশব বিষ্ণো হরে সত্য জনার্দ্দন। হংসনারায়ণ রাম শ্রীকৃষ্ণ নন্দ নন্দন ॥ ধুয়া ॥ অনন্ত অকাররূপ অধম জন তারণ। আত্মা আখ্যা আধার আধেয় লয় মোর মন ॥ ১ ॥ ইটচরা রূঢ়া রু দ্দ্যে ইড়া আদির নিধান। ঈশ্বর ঈলিতপদ ঈষির হেন বরণ ॥ ২ ॥ উজ্জ্বল উত্তম কান্তি উড়ুপ চয় নখর। ঊর্ম্মি মালি মধ্যে স্থিত ঊর্দ্ধেতে তব বিহার ॥ ৩ ॥ ঋণ ধাম ঋতুরূপ ঋক্ষের তুমি আধার। ঋজের নিধানরূপ ইহা আমিজানি সার ॥ ৪ ॥ ঌঌ পরম বর্ণে গুপ্তহে তোমার নাম। অই দুই উচ্চারণে ত্বরা লবে মনস্কাম ॥ ৫ ॥ একশৃঙ্গ একপিঙ্গ যক্ষমধ্যে তোমায়জানি। ঐরাবত গজমধ্যে হেনসদা অনুমা নি ॥ ৬ ॥ ওদ্যওক ওঘ হর্ত্তা ওষধীশরূপ জিনি। ঔত্তান পাদিরমান রাখ্যাছ তুমি আপনি ॥ ৭ ॥ বিন্দু বিসর্গা তীত আখ্যা তব বর্ত্তময়। অন্তর্লক্ষ জানি তো মায় নাম রূপহীন কয় ॥ ৮ ॥ শক্তি মত স্বরে লক্ষ করিলাম আমি তোমারে। অ বশেষ আশানন পূরণ কর সত্বরে ॥ ৯ ॥ কংসারি করুণা কারী কমলা য়তলোচন। খলারি খগেশচারী খলু তাপ বিমোচন ॥ ১০ ॥ গোবিন্দ গোকুলপতি গোপিকা মনোরঞ্জন। ঘোরা ঘনাশনকারী ঘনঘনের বরণ ॥ ১১ ॥ ঙহর ঙহেনব্যাপ্ত তুমি সর্ব্ব ভূতে। চরাচর রক্ষা কর্ত্তা চক্রলৈয়া সদাহাতে ॥ ১২ ॥ ছায়াহীনে ছায়া দাতা শ রণা গতজনেতে। জগৎ পালন কারী সত্বগুণে পূর্ণমতে ॥ ১৩ ॥ ঝর্ঝরের রব প্রিয়

ঝটিতি করতারণ। ঞগর্ব খর্ব্বকারী ঞরতুমি নিধান ॥ ১৪ ॥ টারমধ্যে তঁদ্বেঃশু বাটারপালে ক্ষমাবান। ঠকার জনক ঠিক ঠগজন বিনাশন ॥ ১৫ ॥ ডমরুর রব প্রিয় ডকারজীবনবর। ঢকার স্বরূপ ঢাকেশ্বরী পূজ্যতরপর ॥ ১৬ ॥ ণঅতীত ণপ্রদ তুমিণবর্স্ত কারণ। তৎত্বং ত্রয়্যতীত ত্রৈলোক্যজন নিধান ॥ ১৭ ॥ থৎপরথ হরএই আমিজানি সার। দারিদ্র বিনাশকারী দয়াদ্র হৃদয় বর ॥ ১৮ ॥ ধনদ ধরার পতি ধরা ধর ধারা ধার। নন্দের নন্দন নাম জগতের সারাৎ সার ॥ ১৯ ॥ পতিত পাবন পর পদে হেলে লয় কর। ফণীমর্দ্দকল প্রিয় ফলা ফল দাতৃবর ॥ ২০ ॥ বর্য্য বর্ণ্য সুক্ষ্ম হিত বাসুদেব নামধর। ভস্মাঙ্গ পূজিত ভদ্র রূপঅতি প্রিয়কর ॥ ২১ ॥ মাধব মদন তাত মুর মধু বপুহারী। যাদব যোগের বশ যমভয় শমকারী ॥ ২২ ॥ রাম রমানাথ রক্ষা কর দীন হীন জনে। লক্ষ্মী প্রদ লোলা রম নীলাছলে বৃন্দা বনে ॥ ২৩ ॥ বংশীপ্রিয় ব্যোম রূপ তুমি বৃদ্ধ পরতর। শঙ্কর বন্দিত পদ শঙ্কর আধার সার ॥ ২৪ ॥ ষট্‌কর্ম্ম ষড়্ভিজ্ঞ প্রিয়তুমি ষকার নিধান। সমস্ত সন্তাপ হারী সকল জগ জ্জীবন ॥ ২৫ ॥ হরিহর্ষ হিতকারী কাঁচাহীরণ্য বরণ। ক্ষমা কর ক্ষীণ হীনে কিজানি তব স্তবন ॥ ২৬ ॥ তবনাম রূপগুণ বর্ণ্ণন অতি কঠিন। মূঢ়মতি জনে স্থান পদে দেহি সনাতন ॥ ২৭ ॥ সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ দোসরা গীত। রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল আড়া ॥ ভব দব দহনঃ জগদঘ হরণঃ কমলজ জননঃ চললহ শরণঃ ॥ ১ ॥ ভয়চয় শমনঃ নবঘন বরণঃ পরপদ নয়নঃ করবর মননঃ ॥ ২ ॥ সবজন ভবনঃ মদ গদ কলনঃ যম শম করণঃ জবচর ভজনঃ ॥ ৩ ॥ খল দল দলনঃ নগবল ধরণঃ মন্মথ মথনঃ রমমন সঘনঃ ॥ ৪ ॥ সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ হেপ্রভোকরুণানিধে পতিত পাবন। দাস অনুদাস তব জয়নারায়ণ ॥ ২৭ ॥ ❁ ॥ অতঃপর মম জন্ম কুল বিবরণ। সংক্ষেপে লিখিতে তাহা করিয়া মনন ॥ ১ ॥ পুরাণ ঘটক গ্রন্থ করি অন্বেষণ। লব্ধ যাহা ক্রমে তাহা করিল গণন ॥ ২ ॥ ব্রহ্ম কুলোদ্ভব বাৎস্য মুনিবরা খ্যান। ব্রহ্ম ধ্যান নিষ্ঠ সদা বেদে শুদ্ধ জ্ঞান ॥ ৩ ॥ তপের প্রতাপে কৃষ্ণ ভক্তি পরাপান। গোত্র কারি তেঁহ ভবে দেখ বিদ্যমান ॥ ৪ ॥ তাঁর পূর্ব

বংশাবলি বিশেষ কঠিন । কৃষ্ণভক্ত অগ্র গণ্য এই জানে দীন ॥ ৫ ॥ ঐবংশ পয়োধিজ আছে নানা নিধি । তার মধ্যে এক প্রিয় হন সুধা নিধি ॥ ৬ ॥ গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ তেঁহ লোকেতে ঘোষয় । কান্য কুব্জ দেশে বাস আছিল নিশ্চয় ॥ ৭ ॥ বংশোদ্ভব তাঁর অতি শ্রেষ্ঠ সুছান্দড় । আদি সুর রাজ যজ্ঞে আইলেন রাঢ় ॥ ৮ ॥ আত্ম প্রয়োজন জন্য ক্রমে তাঁর সুত । পর্য্যা মত গণনায় বুঝিবে পণ্ডিত ॥ ৯ ॥ শ্রীধর সুরভি আর সাগর তমোপহ । বিশ্বা মিত্র জিতা মিত্র শরণি জানহ ॥ ১০ ॥ পিঙ্গলাখ্যা পরে শির বল্লাল পূজিত । বঙ্গেতে বসতি হেত্ত গ্রাম নামে খ্যাত ॥ ১১ ॥ লক্ষ্মণ নামেতে পুত্র ছিল বল্লালের । সেই সর্ব্বা নন্দী মেল দিলেন তাঁহার ॥ ১২ ॥ ঘোষাল সংজ্ঞকউধ কোচ আত পশ । উদয় বাণেশ্বর বিশ্বনাথ যশ ॥ ১৩ ॥ কংসারি শ্রীধর পরে মদনাথ নাম । পাঠক মর্য্যাদায়ত্যজে বল্লালীয় কাম ॥ ১৪ ॥ গোপীকান্ত রাম কৃষ্ণ রাজেন্দ্র পাঠক । বাকসাড়া গ্রাম বাসে হইল দক্ষক ॥ ১৫ ॥ তাঁর দুই সুত বিষ্ণুদেব কৃষ্ণ দেব । কনিষ্ঠের বংশ নাহি দিল দিব দেব ॥ ১৬ ॥ বিষ্ণুদেব সুত দ্বয় রাম দুলাল জ্যেষ্ঠ । তাঁর পুত্র রামনিধি, সর্ব্বমতে শ্রেষ্ঠ ॥ ১৭ ॥ এক পুত্র তাঁর নাম রাম লোচন ধীর । বংশলোপ হৈল তাঁর নিয়মে বিধির ॥ ১৮ ॥ বিষ্ণুর কনীয় সুত কন্দর্প ঘোষাল । কৈশোরে কিশোর প্রেমে হইল রসাল ॥ ১৯ ॥ ঐগুণে লোলা অতি হইয়া সদয়া । দেশাধিপ রাজ কার্য্যে তাঁরে নিযোজিয়া ॥ ২০ ॥ গোবিন্দ পুরেতে বাস দিলেন তাঁহার । পরগ্য বেহালা খিদির পুরে পরে নিরন্তর ॥ ২১ ॥ তস্য তিন সুত কৃষ্ণচন্দ্র প্রথম । গোকুল চন্দ্র রাম চন্দ্র অতীব উত্তম ॥ ২২ ॥ রামচন্দ্র কৈশোরেতে হইল নিধন । গোকুলচন্দ্র দয়াময় রূপে গণ্য হন ॥ ২৩ ॥ তাঁর পাঁচ পুত্র নাম ক্রমে বলি শুণ । বৃন্দাবনচন্দ্র পরে রামনারায়ণ ॥ ২৪ ॥ হরি নারায়ণ লক্ষ্মী নারায়ণ চতুর্থ । পঞ্চ গঙ্গানারায়ণ হয়হে যথার্থ ॥ ২৫ ॥ বিধ্যধীনে পাঁচ জনের বংশ হৈল হীন । কৃষ্ণ চন্দ্রের এক পুত্র আমি মাত্রদীন ॥ ২৬ ॥ নর বপু ধরি আমি যত কর্ম্ম করি । নিজ বংশ হিত জন্য কহিব বিস্তারি ॥ ২৭ ॥

॥ শ্রীশ্রী৺করুণা নিধান বিলাস পুস্তকের নির্ঘণ্ট ॥

।। ইতি শ্রীশ্রী৺করুণা নিধান বিলাস পুস্তকের নির্ঘন্ট পত্রং সমাপ্তং ।।